ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

বন্যা ২০১৯ মোকাবেলায় প্রস্তুতি এবং ত্রাণ কার্যক্রমে শুদ্ধাচার পর্যবেক্ষণ

মোঃ নেওয়াজুল মওলা, মোঃ মাহ্ফুজুল হক, অমিত সরকার
এ এস এম জুয়েল, মু. জাকির হোসেন খান

২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৯

প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা

- বাংলাদেশ গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা এই তিন বৃহৎ নদীর অববাহিকায় অবস্থিত এবং এর ৮০ শতাংশ এলাকা প্লাবনভূমি; নদীপ্রধান দেশ হওয়ায় এবং উজানে সংশ্লিষ্ট নদীসমূহের পানি প্রবাহ ব্যবস্থাপনা বাংলাদেশের নিয়ন্ত্রণ-বহির্ভূত হওয়ায় বন্যা এদেশের একটি নিয়মিত প্রাকৃতিক দুর্যোগ; ১৯৮৮, ১৯৯৮, ২০০১ ও ২০০৬ সালের বন্যা উল্লেখযোগ্য
- জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে হিমালয়ের বরফ গলা ও বৃষ্টিপাতের সময়সীমায় অসামঞ্জস্য, অপরিকল্পিত নগরায়ন, খাল-বিল, জলাভূমি ও নদী দখলসহ নানা কারণে নদী ভরাট হওয়ায় বাংলাদেশে বন্যা ঝুঁকি ও ক্ষয়ক্ষতি এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রতিনিয়ত বাড়ছে
- বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্যমতে, ২০০৯-২০১৫ সময়কালে বন্যায় প্রতিবছর গড়ে প্রায় ৩০৭০ কোটি ৮০ লক্ষ টাকার আর্থিক ক্ষতি- এই ক্ষতির ফলে বাংলাদেশ প্রতিবছর জিডিপির অতিরিক্ত ০.৩০% প্রবৃদ্ধি অর্জন থেকে বঞ্চিত
- পানি উন্নয়ন বোর্ডের তথ্যমতে, বন্যার আকার ও ভয়াবহতার বিচারে ২০১৯ সালের বন্যা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য
  - যমুনা নদীর পানি বিপদসীমার ১৬৪ সে.মি. ওপর দিয়ে প্রবাহিত, যা ১৯৮৮ সালের বন্যায় বিপদসীমার ১৩৪ সে.মি. ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছিল
  - কিছু উপজেলার ৮০ শতাংশ এলাকা পানির নিচে তলিয়ে যাওয়া
  - যমুনা নদীতে ১৯৮৮ সালের চেয়ে ৩৩ শতাংশ কম পানি প্রবাহিত হলেও এবারের বন্যায় ক্ষতির ব্যাপকতা বেশি, কারণ পলি পড়ে নদী ভরাট হওয়া এবং নদীর তীর উপচানো

চলমান...

২০১৯ সালের বন্যার বিস্তৃতি: চিত্রে নীল অংশ বন্যা আক্রান্ত এলাকা এবং পানির ব্যাপ্তি নির্দেশ করছে

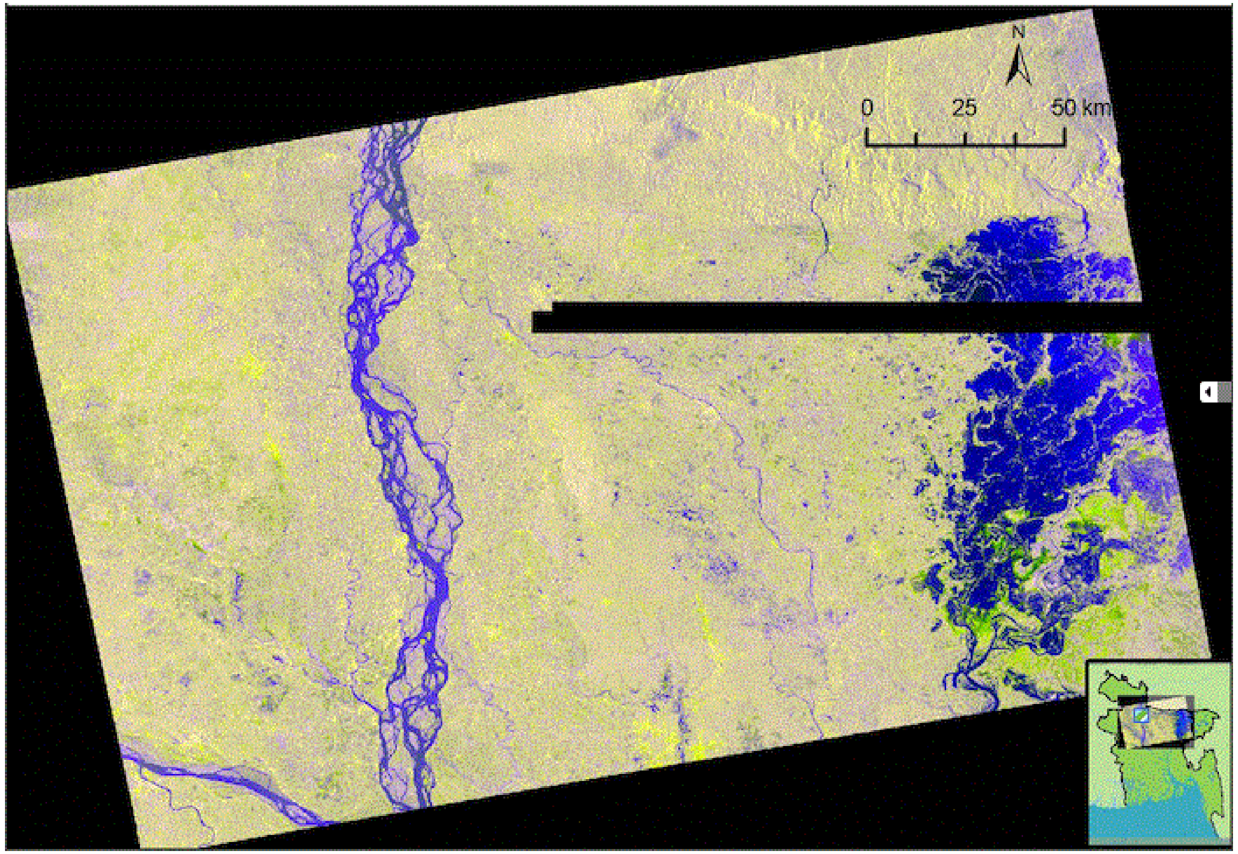

চিত্র ১: বন্যার আগে (২৫ জুন ২০১৯ তারিখে গৃহীত) সেন্টিনেল-১ স্যাটেলাইট থেকে ধারণকৃত ছবি; সূত্র: ছারভির-নাসা

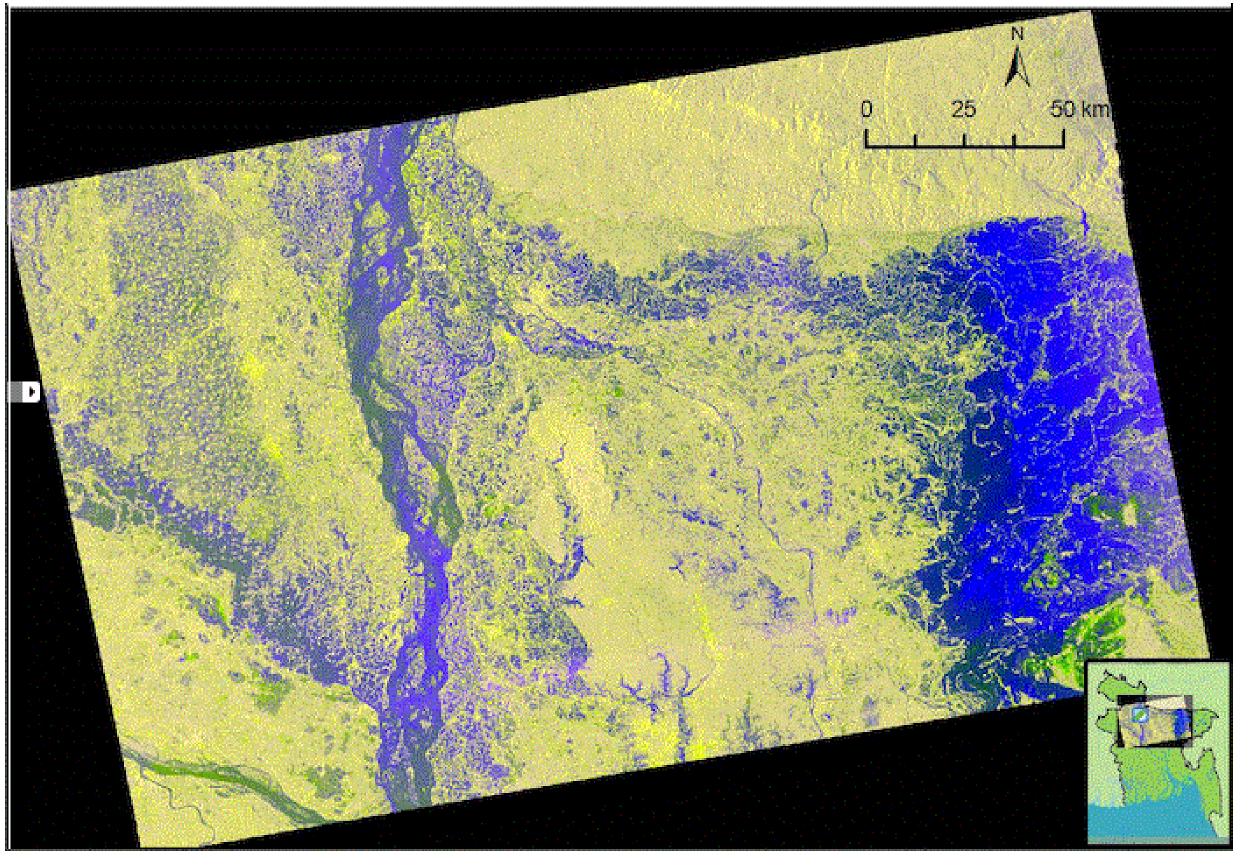

চিত্র ২: বন্যাকালীন (১৮ জুলাই ২০১৯ তারিখে গৃহীত) সেন্টিনেল-১ স্যাটেলাইট থেকে ধারণকৃত ছবি; সূত্র: ছারভির-নাসা

চলমান...

প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা

- ২০১৯ সালের বন্যায় স্থান ভেদে ৪০ লাখ মানুষ ১০-১৫ দিন পর্যন্ত পানিবন্দী ছিল; সরকারি হিসেবে বন্যায় সারা দেশে মোট ১০৮ জনের প্রাণহানি (বেসরকারি হিসেবে ১১৯ জন) হয়েছে এবং অন্যান্য ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ:
  - মোট ক্ষতিগ্রস্ত জেলা: ২৮টি
  - মোট ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার: সম্পূর্ণ ৯৮,৬৮৮টি; আংশিক ১৩,৬০,১০২টি
  - মোট ক্ষতিগ্রস্ত ঘরবাড়ি: সম্পূর্ণ ৩৪,৯৯৯টি; আংশিক ৫,৪৭,৯৬৭টি
  - মোট ক্ষতিগ্রস্ত জমি: সম্পূর্ণ ৪৫,৯৬৬ হেক্টর; আংশিক ৯৪,১৮৩ হেক্টর
- জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ১১.৫-এ ২০৩০ সালের মধ্যে সমন্বিত দুর্যোগ মোকাবেলায় কার্যকর নীতি এবং পরিকল্পনা গ্রহণের মাধ্যমে সকল পর্যায়ে সামগ্রিক দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণের তাগিদ
- সেনডাই ফ্রেমওয়ার্ক ফর ডিজাস্টার রিস্ক রিডাকশান ২০১৫ অনুসারে ২০১৫-২০৩০ সময়কালে দুর্যোগের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় সুশাসন এবং কার্যকর সাড়া প্রদান ব্যবস্থা শক্তিশালী করার ওপর গুরুত্বারোপ
- বাংলাদেশ সরকারের সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ২০১৫, দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলী ২০১০, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন ২০১২ এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা ২০১৫ অনুসারে বন্যা পূর্ববর্তী প্রস্তুতি এবং জরুরি সাড়া প্রদানের ক্ষেত্রে করণীয় সম্পর্কে দিক-নির্দেশনা প্রদান

চলমান...

প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা

- গণমাধ্যমে ২০১৯ সালের বন্যা মোকাবেলায় সুশাসনের ঘাটতি সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রকাশ
- জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠার সহায়ক পরিবেশ তৈরিতে টিআইবি'র নানা কর্মকাণ্ডের পরিপ্রেক্ষিতে স্থানীয় প্রশাসন থেকে ত্রাণ কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের আহ্বান
- বন্যা মোকাবেলায় সরকারের পক্ষ থেকে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হলেও সেগুলোর কার্যকরতা বৃদ্ধিতে পর্যবেক্ষণ করার প্রয়োজনীয়তা
- ইতোপূর্বে ঘূর্ণিঝড় সিডর (২০০৭), আইলা (২০০৯) ও রোয়ানুর (২০১৬) মতো দুর্যোগের পর টিআইবি পরিচালিত গবেষণায় দুর্যোগ মোকাবেলায় সুশাসনের ঘাটতি পরিলক্ষিত
- বাংলাদেশের দুর্যোগ মোকাবেলা ও ব্যবস্থাপনা মডেল বিশ্বব্যাপী নন্দিত ও অনুসৃত হলেও প্রায় প্রতিবছর সংঘটিত বন্যার মতো দুর্যোগের ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত প্রস্তুতি, বন্যাকালীন সহায়তা ও বন্যা পরবর্তী পুনর্বাসন কার্যক্রমের মাধ্যমে বন্যা মোকাবেলায় বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ সুশাসনের দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যবেক্ষণের প্রয়োজনীয়তা

গবেষণার উদ্দেশ্য

প্রধান উদ্দেশ্য

- বন্যা ২০১৯ মোকাবেলায় প্রস্তুতি, জরুরি সাড়া প্রদান, ত্রাণ ও পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে সুশাসনের চ্যালেঞ্জসমূহ পর্যবেক্ষণ

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য

- সরকারি উদ্যোগে বন্যা ২০১৯ মোকাবেলায় পূর্ব প্রস্তুতি, বন্যাকালীন এবং বন্যা পরবর্তী জরুরি সাড়া ও ত্রাণ প্রদান এবং পুনর্বাসন কার্যক্রমের পরিকল্পনায় প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতা চিহ্নিত করা;
- বন্যা মোকাবেলা কার্যক্রমে অনিয়ম ও দুর্নীতির ধরণ, কারণ, ক্ষেত্র ও মাত্রাসমূহ চিহ্নিত করা; এবং
- গবেষণায় প্রাপ্ত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সুপারিশ প্রস্তাব করা

গবেষণার পরিধি

- সরকারি উদ্যোগে বন্যা মোকাবেলায় পূর্ব প্রস্তুতি, বন্যা চলাকালীন এবং বন্যা পরবর্তী জরুরি সাড়া প্রদান, ত্রাণ বিতরণ, ও পুনর্বাসন; তবে পুনর্বাসনের সকল কাজ বাস্তবায়ন শুরু না হওয়ায় কিছু কার্যক্রমের পরিকল্পনা পর্যন্ত দেখা হয়েছে
- সংশ্লিষ্ট সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে আন্তঃপ্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয়ের পাশাপাশি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ত্রাণ বিতরণ কাজে সমন্বয়

গবেষণা পদ্ধতি

- মিশ্র পদ্ধতির (গুণগত ও পরিমাণগত) গবেষণা
- প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ এবং বিশ্লেষণ
- গবেষণার সময়কাল: জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৯

তথ্যের ধরন		তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি	তথ্যের উৎস
প্রত্যক্ষ তথ্য	গুণগত	মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার	জেলা প্রশাসক, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক, জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, উপজেলা চেয়ারম্যান, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা, শিক্ষা কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, কৃষি কর্মকর্তা, মৎস্য কর্মকর্তা, প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, পাউবো কর্মকর্তা, ইউপি চেয়ারম্যান ও সদস্য, ত্রাণ বিতরণকারী এনজিও'র কর্মকর্তা, সাংবাদিক, স্থানীয় নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের কর্মকর্তা
		ফোকাস দল আলোচনা	বন্যা কবলিত এলাকার ক্ষতিগ্রস্ত খানা
	পরিমাণগত	খানা জরিপ	
পরোক্ষ তথ্য		পর্যালোচনা	সংশ্লিষ্ট আইন, বিধিমালা, গবেষণা প্রতিবেদন, দুর্যোগ সংক্রান্ত দৈনিক প্রতিবেদন, সংশ্লিষ্ট কার্যালয়/উপজেলা ও জেলা থেকে ক্ষয়ক্ষতির তথ্য

গবেষণা পদ্ধতি

তথ্য সংগ্রহের জন্য এলাকা নির্বাচনে বিবেচ্য বিষয়

- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের পরিসংখ্যান অনুযায়ী ২০১৯ সালে বন্যায় সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত জেলা
- প্রাথমিক বন্যা কবলিত জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি

বন্যাপ্লাবিত ২৮টি জেলার মধ্যে তথ্য সংগ্রহের জন্য সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত পাঁচটি জেলা বাছাই - কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, জামালপুর, বগুড়া ও সিলেট

নির্বাচিত পাঁচটি জেলা হতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত দু'টি করে উপজেলা বাছাই করে মোট ৫ X ২=১০টি উপজেলা নির্বাচন

নির্বাচিত ১০টি উপজেলার সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত দু'টি করে মোট ১০ X ২=২০টি ইউনিয়ন নির্বাচন

নির্বাচিত ২০টি ইউনিয়ন থেকে ৩০ X ২০= ৬০০ খানা নির্বাচন এবং জরিপকালে ক্ষয়ক্ষতির ধরণ বিবেচনায় অতিরিক্ত ৮৩টি খানা অন্তর্ভুক্ত করে মোট ৬৮৩টি খানায় জরিপ পরিচালনা

- জরিপের জন্য খানা নির্বাচনে বাছাইকৃত ইউনিয়নের সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত স্থানটি চিহ্নিত করে ঐ স্থান হতে প্রথম ক্ষতিগ্রস্ত খানায় সাক্ষাৎকার গ্রহণ
- পরবর্তী ধাপে প্রথম ক্ষতিগ্রস্ত খানা হতে প্রতি পাঁচ খানা পর পর ক্ষতিগ্রস্ত খানা চিহ্নিত করে জরিপ পরিচালনা
- এভাবে পদ্ধতিগত নমুনায়নের মাধ্যমে নির্দিষ্ট প্রশ্নমালার ভিত্তিতে জরিপ পরিচালনা
- জরিপের সময়কাল: ৩১ জুলাই - ৭ আগস্ট ২০১৯

বাংলাদেশে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় প্রধান প্রধান অংশীজন ও তাদের সমন্বয় ব্যবস্থা

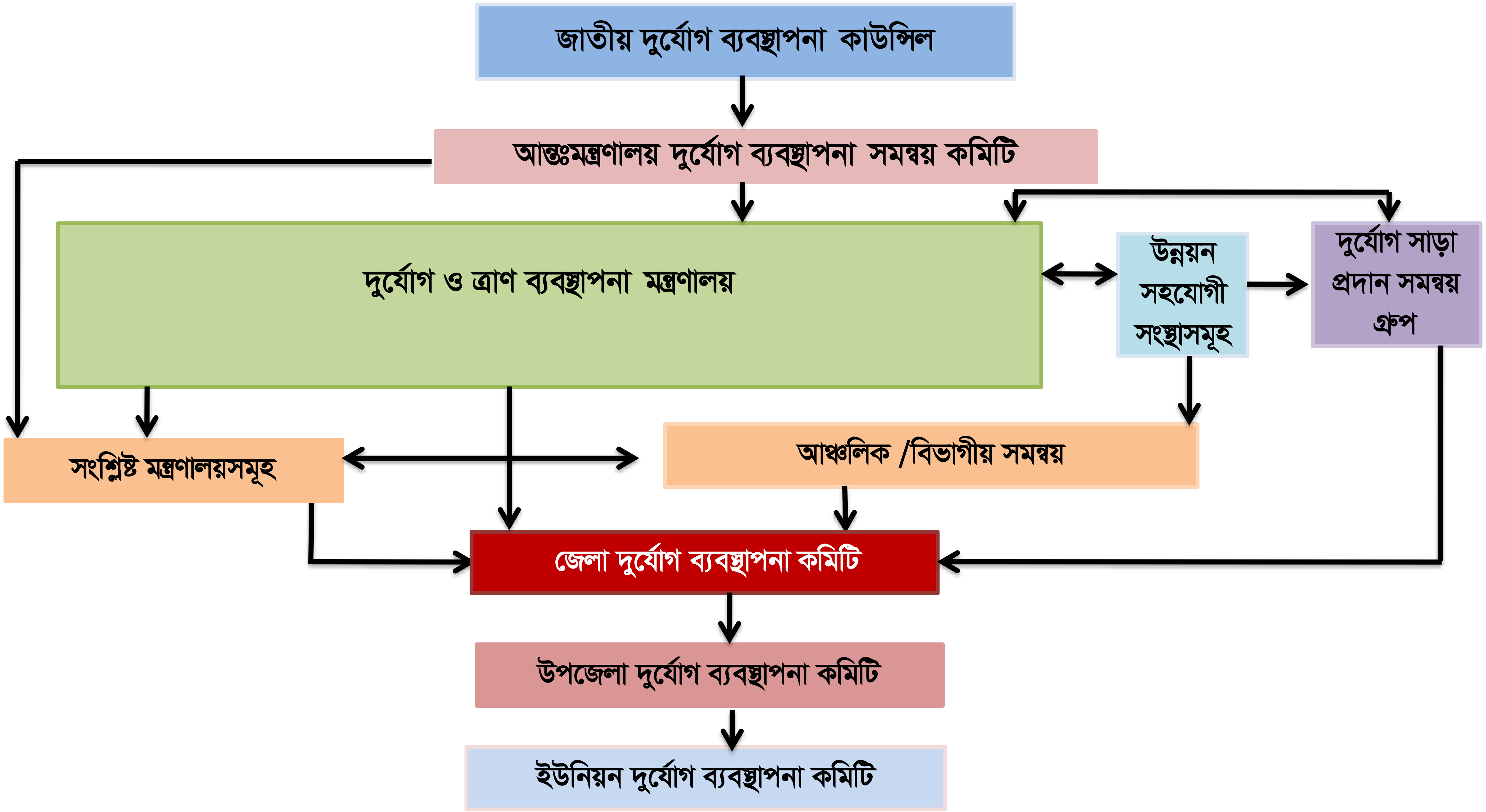

বন্যা আক্রান্ত জেলা এবং গবেষণা এলাকার মানচিত্র

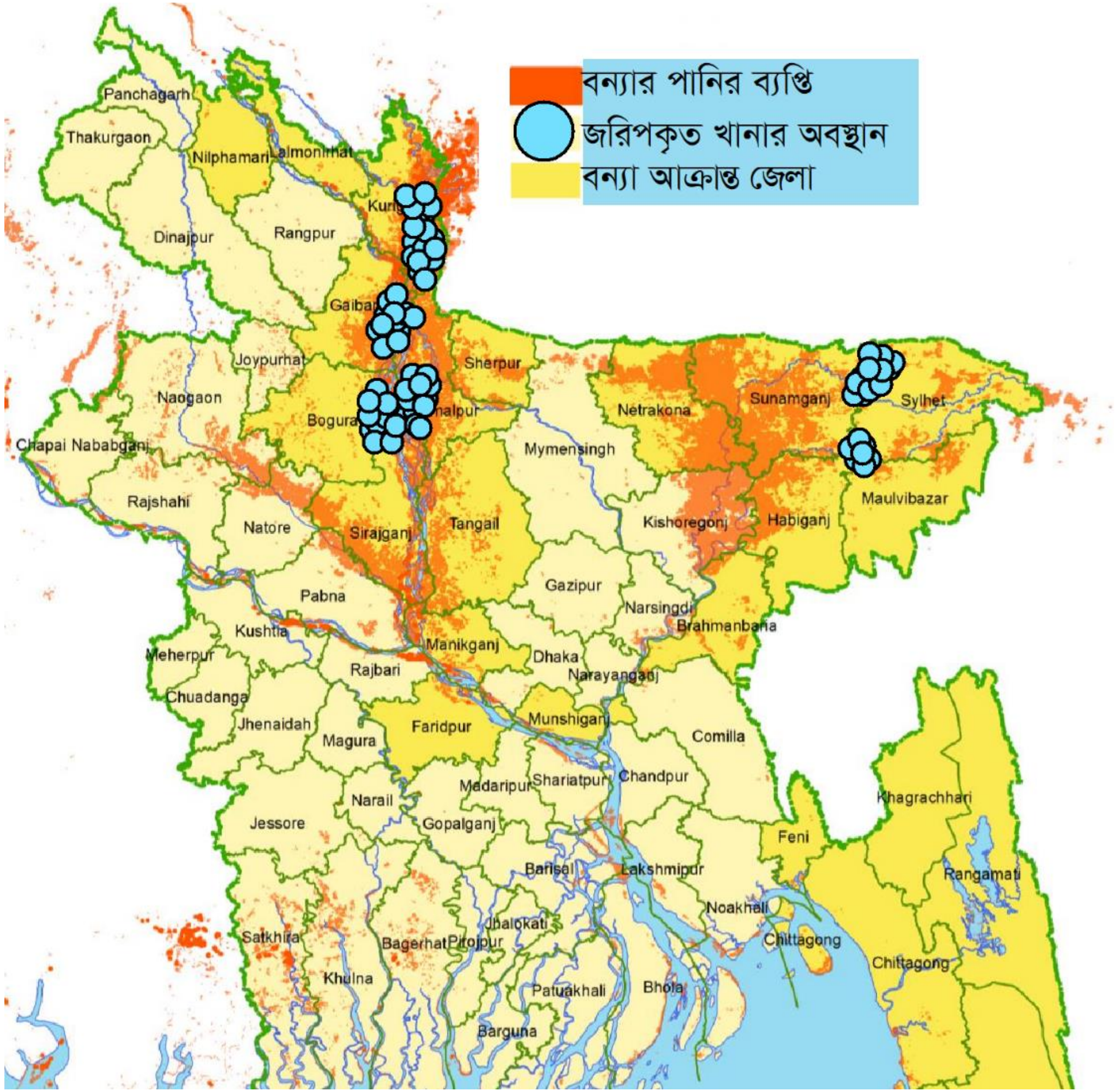

বিশ্লেষণ কাঠামো

পর্যায়	পর্যবেক্ষণের সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্র (২০১০ সালের দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলীর নিরিখে)
বন্যা-পূর্ববর্তী	▪ ঝুঁকি যাচাই, ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠী শনাক্তকরণ ও নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে নেওয়ার প্রস্তুতি ▪ আশ্রয়কেন্দ্রে খাদ্য সরবরাহ এবং সুপেয় পানি ও স্যানিটেশন সেবা নিশ্চিতে প্রস্তুতি ▪ ত্রাণের চাহিদা নিরূপণ ও স্থানীয়ভাবে মজুদকরণ ▪ মহড়ার আয়োজন, সতর্কতা ও নিরাপত্তামূলক বার্তা প্রচার ▪ সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং স্বেচ্ছাসেবকদের মাধ্যমে সেবা প্রদানের প্রস্তুতি
বন্যাকালীন	▪ যথাসময়ে দুর্যোগ সংক্রান্ত সঠিক তথ্য প্রেরণ ▪ জরুরি উদ্ধার কাজ পরিচালনা ▪ নারী, শিশু ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ▪ ক্ষতিগ্রস্তদের তালিকাভুক্তি ও ত্রাণ বিতরণ ▪ ত্রাণ বরাদ্দ ও বিতরণ সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশ এবং অভিযোগ জানানো ও নিরসন ব্যবস্থা ▪ সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয়
বন্যা-পরবর্তী	▪ ক্ষয়-ক্ষতি নিরূপণ এবং ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রমের চাহিদা ও অগ্রাধিকার নির্ণয় ▪ সরকারি ও বেসরকারি পুনর্বাসন কার্যক্রম ▪ অতিদরিদ্র ও দরিদ্র পরিবারের ক্ষতিগ্রস্ত ঘর-বাড়ি মেরামতের জন্য বরাদ্দ ▪ ক্ষতিগ্রস্ত ফসলিক্ষেত সংস্কার ও নাবি জাতের চারা বিতরণ পরিকল্পনা ▪ ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তাঘাট, ব্রিজ, কালভার্ট, বাঁধ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল ও অবকাঠামো সংস্কারের পরিকল্পনা

সুশাসনের নির্দেশক:

স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, সমন্বয়, শুদ্ধাচার, সক্ষমতা, অংশগ্রহণ ও ন্যায্যতা

গবেষণার ফলাফল

বন্যা ২০১৯ মোকাবেলায় ইতিবাচক পদক্ষেপ

বন্যা পূর্ববর্তী	বন্যাকালীন	বন্যা পরবর্তী
▪ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে নিয়মিত নদীর পানি বৃদ্ধি ও বন্যা পূর্বাভাস সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশ ▪ বন্যা সতর্ক বার্তা প্রচারের জন্য জেলা ও উপজেলা প্রশাসনকে নির্দেশ প্রদান ▪ বন্যা মোকাবেলা প্রস্তুতি গ্রহণে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা আয়োজন এবং গৃহীত সিদ্ধান্ত ও করণীয় সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের অবহিত করা	▪ সংশ্লিষ্ট জেলাগুলোতে সীমিত পরিসরে ত্রাণ বরাদ্দ ও বিতরণ (জিআর চাল, শুকনা খাবার, তাঁবু, শিশুখাদ্য ও গো-খাদ্য) ▪ জরুরি ভিত্তিতে জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের তহবিল ব্যবহার করে শুকনা খাবার, স্যালাইন, পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট, রান্না করা খাবার বিতরণ ▪ উপজেলা পর্যায়ে হট-লাইন স্থাপন, বন্যা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ এবং জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা আয়োজন ▪ মন্ত্রী, সংসদ সদস্য, ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের বন্যা এলাকা পরিদর্শন ও ত্রাণ বিতরণ	▪ সিভিল সার্জন কার্যালয়ের তত্ত্বাবধানে মেডিকেল টিমের মাধ্যমে দুর্গত এলাকায় সীমিত পরিসরে চিকিৎসা সেবা প্রদান ▪ নির্দিষ্ট ফর্ম ব্যবহার করে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ সংগ্রহের প্রচেষ্টা ▪ পুনর্বাসনের অংশ হিসেবে সীমিত আকারে ঢেউটিন, গৃহ নির্মাণ মঞ্জুরি, ভিজিএফ-এর চাল, গো-খাদ্য ও ভ্যাকসিন, ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের জন্য বীজ ও সার বরাদ্দ

২৮টি জেলার ক্ষয়ক্ষতির সাথে গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত ১০টি উপজেলায় বন্যায় ক্ষয়ক্ষতির তুলনামূলক চিত্র

ক্ষয়ক্ষতির ক্ষেত্র	২৮টি জেলায় ক্ষয়ক্ষতি		১০টি উপজেলায় ক্ষয়ক্ষতি	
	সম্পূর্ণ ক্ষতি	আংশিক ক্ষতি	সম্পূর্ণ ক্ষতি	আংশিক ক্ষতি
প্রাণহানি (জন)	১০৮		৩৯	
পরিবার	৯৮,৬৮৮	১৩,৬০,১০২	১৮,৭১২	৩,২৬,২৫৮
ঘরবাড়ি	৩৪,৯৯৯	৫,৪৭,৯৬৭	৯,০৬৩	১,৩৮,৮৪৫
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	৪৬	৫,০৫৬	৩৩	১,২৭৭
রাস্তা - কাঁচা, পাকা (কি.মি.)	৪৫০.২	৭,৮২১	৩৩০.৭	২,৫০৫.২৬
বাঁধ (কি.মি.)	৩.০৫৫	২৩১	১.৫৫৪	৫৩.৬
ফসলি জমি (হেক্টর)	৪৫,৪৯৩	৮১,৭৬৩	১২,১৮৬.৫	৩২,২৩৩

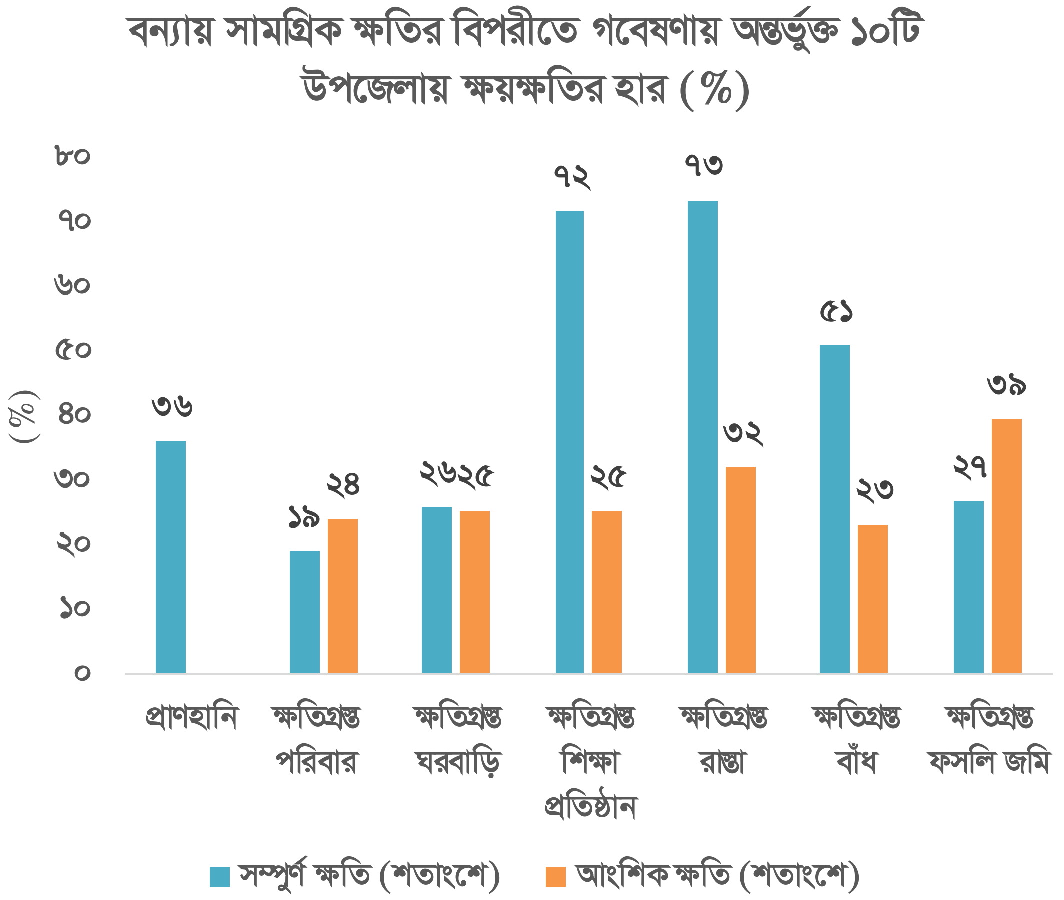

তথ্যসূত্র: উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার কার্যালয়

জরিপে অংশগ্রহণকারী খানাসমূহের খাতভিত্তিক ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ

গৃহস্থালী ও প্রাণিসম্পদের ক্ষয়ক্ষতি

- ৯০% খানার ঘরবাড়ি বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত - খানাপ্রতি গড় ক্ষতি ১৭,৮৬৩ টাকা
- ৭০% খানার গৃহস্থালীর মালামাল ক্ষতিগ্রস্ত - বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, তৈজসপত্র, আসবাবপত্রের ক্ষেত্রে খানাপ্রতি গড় ক্ষতি ৯৩৭ টাকা; মজুদ ধান ও চালের ক্ষেত্রে গড় ক্ষতি যথাক্রমে ১০,৮৩১ এবং ২,৬৩৭ টাকা
- ৫৮% খানার গবাদিপ্রাণির ক্ষতি - খানাপ্রতি গড় ক্ষতি ৮,৯৩০ টাকা

পানি ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার ক্ষয়ক্ষতি

- জরিপকৃত ৪৯% খানার নলকূপ এবং ৭৪% খানার ল্যাট্রিন ক্ষতিগ্রস্ত - নলকূপের ক্ষেত্রে খানাপ্রতি গড়ে ৩,০৮৭ টাকা এবং ল্যাট্রিনের ক্ষেত্রে ৩,৭৬১ টাকার ক্ষতি

কৃষি ও ফসলি জমির ক্ষতি

- ৪৬% খানার কোনো না কোনো ফসলি ক্ষেত বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত; খানাপ্রতি গড় ক্ষতি- বীজতলা: ১,০০৬ টাকা, ধান: ২৬,২৫২ টাকা, পাট: ৪১,৭৭৪ টাকা, সবজি: ৫,৮৪৯ টাকা
- ৫% খানার মৎস্য সম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত; খানা প্রতি গড়ে ১,৪৪,৮৪৯ টাকা ক্ষতি
- ৩১% খানার ফসলি জমি বালি জমে ক্ষতিগ্রস্ত; বালি জমায় জমিগুলোতে আগামী ২-৩ বছর ভালো ফসল না হওয়ার আশংকা

গবেষণাভুক্ত এলাকায় সরকারি বরাদ্দ

বিবরণ	জামালপুর		বগুড়া		সিলেট		কুড়িগ্রাম		গাইবান্ধা	
	দেওয়ানগঞ্জ	ইসলামপুর	সোনাতলা	সারিয়াকান্দি	কোম্পানিগঞ্জ	গোয়াইনঘাট	উলিপুর	চিলমারি	গাইবান্ধা সদর	ফুলছড়ি
জি আর চাল (মে. টন)	৫২৪	৮২৪	৩৭৫.৫	৫৮১	৫৩	৬০	১৩৫	১৭৫	২৮৫	৩৬৭
জি আর (ক্যাশ)	৮৭০০০০	৯৩০০০০	৩৪৫০০০	১৩২১০০০	৫০০০০	১৫৩০০০	২৯৫০০০	৪৪৫০০০	৫০০০০০	৭২৫০০০
শুকনা খাবার (প্যাকেট)	১২৫৪	১৭০০	৫০০	২০০০	৩৫০	৪০০	২৯০০	৩৬৫০	৫০০	১৮৫০
তাঁবু (ফেরতযোগ্য)	১৫০	১৫০	০	০	০	০	১৩০	১৩০	২৫০	০
শিশুখাদ্য ক্রয় বাবদ অর্থ	৩০০০০	৩০০০০	১০৫০০০	১৪০০০০	৮৫০০	৪০০০০	৫০০০০	২৫০০০	৫০০০০	৫০০০০
গো-খাদ্য ক্রয় বাবদ অর্থ	৬০০০০	৬০০০০	১০৫০০০	১৪০০০০	৩০০০০	১৩০০০	৫০০০০	২৫০০০	৫০০০০	৫০০০০
নৌকা ক্রয় বাবদ অর্থ	১৫০০০০	১৫০০০০	১০০০০০	০	০	০	০	১০০০০০	০	০
গৃহনির্মাণ মঞ্জুরি	৭৫৯০০০	৮৭০০০০	৩০০০০০	৫২৫০০০	২৩১০০০	৩৬৩০০০	৬৬০০০০	৬৬০০০০	৭৫০০০০	৯০০০০০
ঢেউ টিন	২৫৩	২৯০	১৩২	২৪১	৭৭	১২১	২২০	২২০	২৫০	৩০০

তথ্যসূত্র: উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার কার্যালয়

বন্যা ২০১৯ মোকাবেলায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ

নিরাপত্তা ও সুরক্ষা

বন্যা পূর্ববর্তী	বন্যাকালীন	বন্যা পরবর্তী
বন্যার ঝুঁকি যথাযথভাবে চিহ্নিত না করা ▪ চর ও হাওর অঞ্চলে বন্যার নিয়মিত প্রকোপকে প্রশাসন কর্তৃক স্বাভাবিক ঘটনা হিসেবে বিবেচনা করায় বন্যার ঝুঁকিকে পর্যাপ্ত গুরুত্ব না দেওয়া এবং যথাযথ প্রস্তুতিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ না করা ○ বন্যা ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা, বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠী, ঝুঁকিপূর্ণ বাঁধ, আশ্রয়কেন্দ্র চিহ্নিত না করা ○ ঝুঁকিপূর্ণ বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ/বেড়িবাঁধ ও আশ্রয়কেন্দ্র থাকলেও সেগুলো সংস্কারে পদক্ষেপ গ্রহণে ঘাটতি **মহড়ার আয়োজন, সতর্কতা ও নিরাপত্তামূলক বার্তা প্রচারে ঘাটতি** ▪ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর কর্তৃক বন্যা শুরুর কমপক্ষে ২৪ ঘন্টা পূর্বে সতর্কবার্তা প্রদানের দাবি করলেও জরিপে ৯১ শতাংশ তথ্যদাতার সতর্কবার্তা না পাওয়ার দাবি - দূর্গম এলাকায় বিদ্যুৎ না থাকায় সতর্কবার্তা পৌঁছাতে বাধা ▪ স্থানীয় পর্যায়ে দুর্যোগ সংক্রান্ত মহড়ার আয়োজন না করা ▪ উপজেলা পর্যায়ে স্থাপিত কন্ট্রোল রুম/হট লাইনের নাম্বার আক্রান্ত জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রচারে কার্যকর উদ্যোগ না থাকা	**নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিশ্চিতে ঘাটতি** ▪ জরিপকৃত খানায় বন্যার কারণে মোট ৬ জনের মৃত্যু; পানিবন্দি অবস্থা থেকে সময়মতো উদ্ধার না করায় তাদের মৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ ▪ নারীদের জন্য পর্যাপ্ত নিরাপত্তা নিশ্চিত না করা ▪ পুলিশ প্রশাসন কর্তৃক যথাযথ নিরাপত্তা নিশ্চিত না করায় কোনো কোনো এলাকায় চুরি-ডাকাতির ঘটনা	**বাঁধ ও বেড়িবাঁধ সংস্কার এবং নদী ভাঙ্গন রোধে কার্যকর পদক্ষেপে ঘাটতি** ▪ গবেষণা এলাকায় বাঁধ ক্ষতিগ্রস্ত হলেও পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক দ্রুততার সাথে মেরামত না করা ▪ বন্যা পরবর্তী নদী ভাঙ্গন প্রবল হলেও ভাঙ্গন রোধ এবং বিপদাপন্ন জনবসতি রক্ষায় কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণে ঘাটতি

চলমান...

বন্যা ২০১৯ মোকাবেলায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ

নিরাপত্তা ও সুরক্ষা

বন্যা পূর্ববর্তী	বন্যাকালীন	বন্যা পরবর্তী
স্থানীয় জনগণের সম্পদ রক্ষায় ইউনিয়ন পর্যায়ে পদক্ষেপের ঘাটতি ▪ ঝুঁকি হ্রাস ও আপদকালীন কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত না করা ▪ গৃহস্থালী সম্পদ রক্ষায় সমাজভিত্তিক উঁচু স্থান নির্মাণের নির্দেশনা থাকলেও অনুরূপ কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ না করা ▪ জনগণের মূল্যবান সম্পদ নিরাপদ স্থানে স্থানান্তরের জন্য পর্যাপ্ত পরিবহনের ব্যবস্থা না করা ▪ ইউনিয়ন পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির কার্যকরতায় ঘাটতি - কমিটিতে প্রাণিসম্পদ, স্বাস্থ্য, কৃষি ও ভূমি কর্মকর্তা এবং এনজিও প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত না করা; কমিটিকে সহায়তা করার জন্য উপকমিটি গঠন না করা ▪ জরুরি উদ্ধার কাজ পরিচালনা ও ত্রাণ বিতরণে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও স্বেচ্ছাসেবকদের সমন্বয়ে টিম গঠন না করা	**স্থানীয় প্রশাসন ও জনপ্রতিনিধি কর্তৃক ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীকে নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে নিতে পদক্ষেপের ঘাটতি** ▪ জরিপে অংশগ্রহণকারী খানার ৯৪ শতাংশ উত্তরদাতার মতে, নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে নিতে পদক্ষেপ ছিল না ▪ নারী, শিশু, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে নিতে বিশেষ পদক্ষেপ না থাকা	**ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তাঘাট সংস্কার ও পুনঃনির্মাণে পদক্ষেপের ঘাটতি** ▪ স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তা, ব্রীজ, কালভার্ট মেরামতে কার্যকর পদক্ষেপের ঘাটতি **বন্যা পরবর্তী নদী ভাঙ্গনকে গুরুত্ব প্রদান না করা** ▪ বন্যার পানি সরে যাওয়ার পর নদী ভাঙ্গন প্রকট হলেও মানুষ ও সম্পদ স্থানান্তরে সরকারের পক্ষ থেকে পদক্ষেপ না থাকা

বন্যা ২০১৯ মোকাবেলায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ

আশ্রয় ও গৃহায়ন

বন্যা পূর্ববর্তী	বন্যাকালীন	বন্যা পরবর্তী
আশ্রয়কেন্দ্রের অপর্যাপ্ততা ▪ বন্যাপ্রবণ এলাকাগুলোতে পর্যাপ্ত আশ্রয়কেন্দ্র না থাকা - কাছাকাছি দূরত্বে স্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্র না থাকায় কোনো কোনো ক্ষেত্রে বন্যার্তদের দূরবর্তী আশ্রয়কেন্দ্রে যেতে অনীহা **সরকার ঘোষিত অস্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্রসমূহে পর্যাপ্ত প্রস্তুতি নিশ্চিতে ঘাটতি** ▪ উপজেলা প্রশাসন থেকে সরকার ঘোষিত অস্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্রসমূহ পরিদর্শন না করা এবং প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নিশ্চিত না করা (ধারণ ক্ষমতা, নিরাপত্তা, নিরাপদ পানি, ল্যাট্রিন ইত্যাদি) **ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীকে নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে নিতে প্রচারণার ঘাটতি** ▪ ইউনিয়ন পর্যায়ে সরকার ঘোষিত অস্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্রের অবস্থান সম্পর্কে স্থানীয় জনগণকে অবহিতকরণে ঘাটতি ▪ কোনো কোনো ক্ষেত্রে মিডিয়ার মাধ্যমে বন্যার সতর্কতা সম্পর্কে অবহিত হলেও খাদ্য ও পানীয় মজুদ এবং গবাদিপ্রাণি নিরাপদ স্থানে স্থানান্তরে জনগণের সক্রিয়তার ঘাটতি	**সরকার ঘোষিত অস্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্রে অব্যবস্থাপনা** ▪ জরিপকৃত খানার মাত্র ৭ শতাংশ বন্যাকালীন সময়ে সরকার ঘোষিত অস্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় গ্রহণ - উত্তরদাতাদের প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী যথাযথ সুবিধা নিশ্চিত না করায় জনগণের আগ্রহের ঘাটতি ▪ আশ্রয়কেন্দ্রে বয়স্ক ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য উপযোগী ব্যবস্থা না থাকা (যেমন- ল্যাট্রিন, সিঁড়ি, নৌকা থেকে নামার পাটাতন) ▪ কোনো কোনো ক্ষেত্রে অস্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্র তালাবদ্ধ অবস্থায় থাকা এবং পানিতে ডুবে থাকায় মানুষ আশ্রয় নিতে পারেনি	**ক্ষতিগ্রস্ত ঘরবাড়ি মেরামতে অপর্যাপ্ত বরাদ্দ** ▪ সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত বাড়িপ্রতি গড়ে ২০ টাকা থেকে ৭৭২ টাকা পর্যন্ত বরাদ্দ

বন্যা ২০১৯ মোকাবেলায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ

জরিপকৃত খানাসমূহের তথ্যমতে সরকার ঘোষিত অস্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্রের সমস্যাসমূহ

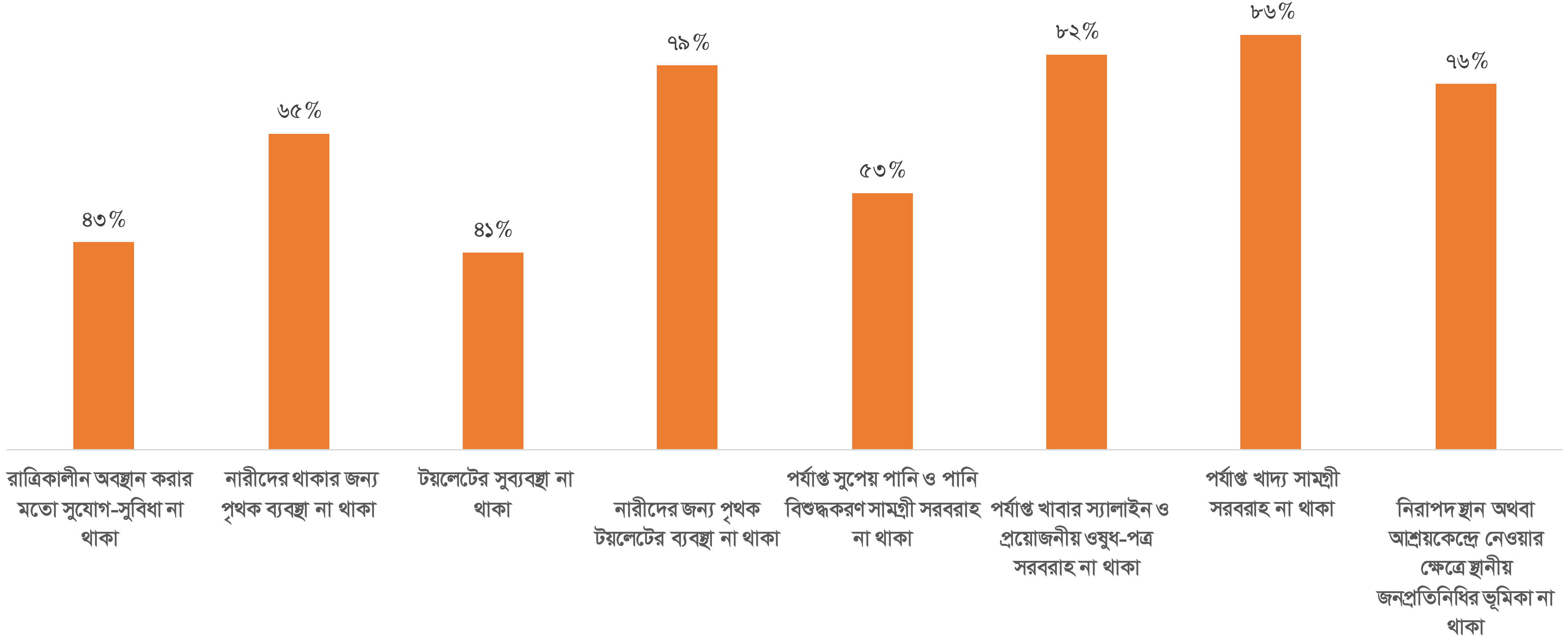

বন্যা ২০১৯ মোকাবেলায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ

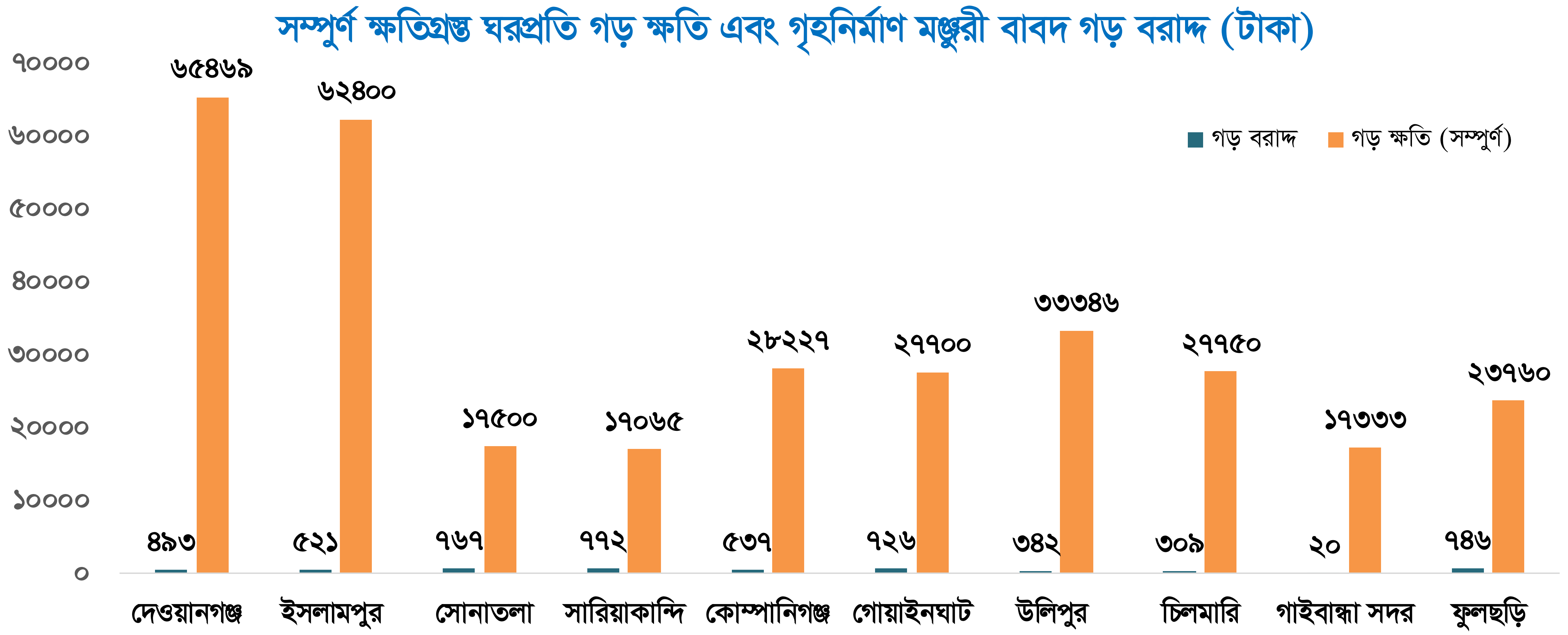

তথ্যসূত্র: উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার কার্যালয়

বন্যা ২০১৯ মোকাবেলায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ

পানি ও স্যানিটেশন

বন্যা পূর্ববর্তী	বন্যাকালীন	বন্যা পরবর্তী
আশ্রয়কেন্দ্রে বিশুদ্ধ পানি ও স্যানিটেশন সেবা নিশ্চিতে প্রস্তুতি না থাকা	**বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশন নিশ্চিতে ঘাটতি**	**পানি ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা অব্যাহত রাখতে পদক্ষেপের ঘাটতি**
▪ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক পর্যাপ্ত সুপেয় পানি এবং স্যানিটেশন নিশ্চিতে কার্যকর পদক্ষেপের ঘাটতি - নলকূপ এবং ল্যাট্রিন স্থাপনের জন্য উচুঁ স্থান নির্বাচন না করা , বিকল্প উৎস প্রস্তুত না রাখা	▪ নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন নিশ্চিতে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের কর্মতৎপরতার ঘাটতি ○ নলকূপ ও ল্যাট্রিন ক্ষতিগ্রস্ত হলেও উঁচু স্থানে পর্যাপ্ত মোবাইল টয়লেট ও নলকূপ স্থাপন না করা ○ দুর্গম এলাকায় পর্যাপ্ত বিশুদ্ধ পানি ও পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট বিতরণ না করা ▪ বাঁধ এবং রাস্তায় আশ্রয় গ্রহণকারী পরিবারসমূহের জন্য পানি ও স্যানিটেশন সেবা নিশ্চিত না করা	▪ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বন্যা পরবর্তী পানি ও স্যানিটেশন সেবা পুনঃস্থাপনে প্রদক্ষেপ গ্রহণ না করা ▪ বন্যার পানি নেমে যাওয়ার পরও যেসব পরিবার তাদের বাড়িতে না ফিরে বাঁধ কিংবা রাস্তায় আশ্রয় গ্রহণে বাধ্য হয়েছে তাদের জন্য পানি ও স্যানিটেশন সেবা নিশ্চিত না করা

বন্যা ২০১৯ মোকাবেলায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ

স্বাস্থ্য

বন্যা পূর্ববর্তী	বন্যাকালীন	বন্যা পরবর্তী
বন্যাকালীন স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতে প্রস্তুতি গ্রহণে ঘাটতি ▪ ইউনিয়ন পর্যায়ে দুর্যোগকালে ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় জীবন রক্ষাকারী ঔষধ পর্যাপ্ত পরিমাণে মজুদ না করা (ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র, কমিউনিটি ক্লিনিক)	**জরুরি চিকিৎসা সেবা প্রদানে ঘাটতি** ▪ গর্ভবতী নারীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার অপ্রতুলতা (যেমন- গর্ভকালীন স্বাস্থ্য পরিচর্যার জন্য চিকিৎসক/সহকারি, খাবার, চিকিৎসা, নিরাপদ পানি ইত্যাদি) ▪ কোনো কোনো এলাকায় স্থানীয় কমিউনিটি ক্লিনিক ও হাসপাতাল পানির নিচে তলিয়ে যাওয়ায় চিকিৎসা সেবা ব্যাহত হলেও বিকল্প ব্যবস্থায় সেবা প্রদানে ঘাটতি ▪ বন্যাকালীন জরুরি চিকিৎসা সেবা প্রদানের জন্য পর্যাপ্ত মেডিকেল টিম এবং পরিবহন ব্যবস্থা না থাকায় সেবা প্রদানে ঘাটতি ▪ বিশুদ্ধ পানির অভাবে পানিবাহিত রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি এবং যারা রোগাক্রান্ত হয়েছেন তারা পর্যাপ্ত চিকিৎসা পাচ্ছেন না- জরিপকৃত ৬০ শতাংশ খানার গড়ে দু'জন সদস্য কোনো না কোনো পানিবাহিত রোগের শিকার ▪ বন্যাকালীন চিকিৎসা সেবা প্রদানের জন্য উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে প্রয়োজনীয় নৌকা বা অর্থের বরাদ্দ না থাকায় জরুরি চিকিৎসা সেবা প্রদানে ঘাটতি - বন্যাকালীন বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হওয়ায় চিকিৎসা বাবদ খানাপ্রতি গড়ে ২,০৭৭ টাকা ব্যক্তিগত খরচ	**চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যসেবা পুনঃপ্রতিষ্ঠায় কার্যকর পদক্ষেপের ঘাটতি** ▪ কোনো কোনো এলাকায় কমিউনিটি ক্লিনিক ও হাসপাতাল ডুবে গিয়ে ঔষধ ও চিকিৎসা সামগ্রী নষ্ট হলেও তা পুনঃপ্রতিষ্ঠায় ব্যবস্থা গ্রহণে ঘাটতি ▪ সম্পুরক যন্ত্রপাতি, লোকবল ও ব্যবহারযোগ্য সামগ্রী সরবরাহের মাধ্যমে ইউনিয়ন পর্যায়ে স্বাস্থ্য উপকেন্দ্র চালু রাখাসহ স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে জরুরী পরিস্থিতিতে সেবা প্রদানের ব্যবস্থা না থাকা ▪ ক্ষতিগ্রস্ত পানির উৎস দূষণমুক্ত না করা

বন্যা ২০১৯ মোকাবেলায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ

শিক্ষা		
বন্যা পূর্ববর্তী	বন্যাকালীন	বন্যা পরবর্তী
শিক্ষা সামগ্রী সংরক্ষণে পরিকল্পনার ঘাটতি ▪ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত বিদ্যালয়ের আসবাবপত্র ও শিক্ষা সামগ্রী রক্ষায় প্রস্তুতির ঘাটতি	স্থানীয় শিক্ষা অফিস কর্তৃক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সামগ্রী রক্ষায় পর্যাপ্ত পদক্ষেপের ঘাটতি ▪ ১০টি উপজেলায় বন্যায় মোট ৩৩টি সম্পূর্ণ এবং ১,২৭৭টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত ও পানিতে ডুবে যাওয়ায় আসবাবপত্র ও শিক্ষা সামগ্রী ক্ষতিগ্রস্ত	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংস্কার ও পুনঃনির্মাণে পদক্ষেপের ঘাটতি ▪ প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে সংঘটিত ক্ষতির হিসেব এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান মেরামতের প্রস্তাব দাখিল না করা ▪ স্থানীয় শিক্ষা অফিস কর্তৃক শিক্ষা কার্যক্রম স্বাভাবিক করতে ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণে ঘাটতি ▪ দূরবর্তী বিচ্ছিন্ন এলাকার দরিদ্র পরিবারের শিক্ষার্থীদের স্কুলে ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টা না থাকা ▪ কোনো কোনো এলাকায় বন্যার পানি নেমে যাওয়ার ১০-১৫ দিন পরেও ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষা সামগ্রী পুনঃবিতরণ না করা

বন্যা ২০১৯ মোকাবেলায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ

কৃষি ও প্রাণিসম্পদ

বন্যা পূর্ববর্তী	বন্যাকালীন	বন্যা পরবর্তী
কৃষি ও প্রাণিসম্পদ রক্ষায় প্রস্তুতির ঘাটতি ▪ সরকারি ব্যবস্থাপনায় কৃষকদের ফসল ও বীজ সংরক্ষণের প্রস্তুতি না থাকা ▪ মৎস্য ও গবাদিপ্রাণি রক্ষায় পরামর্শ ও সহায়তা প্রদানে ঘাটতি	**কৃষি ও প্রাণিসম্পদ রক্ষায় সহায়তার ঘাটতি** ▪ মৎস্য অফিস থেকে পুকুরের মাছ রক্ষায় সহায়তার কথা বলা হলেও মৎস্য চাষীদের এ সংক্রান্ত সহায়তা প্রদান না করা ▪ স্থানীয় প্রশাসন ও জনপ্রতিনিধি কর্তৃক গবাদিপ্রাণি স্থানান্তরে সহায়তা না থাকায় কোনো কোনো ক্ষেত্রে ২/৩ দিন পানিতে দাঁড় করিয়ে রাখা; পরবর্তীতে অতিরিক্ত নৌকা ভাড়া দিয়ে দূরবর্তী উচুঁ স্থানে স্থানান্তর ▪ প্রাণিসম্পদ অফিস কর্তৃক গো-খাদ্য সরবরাহ না করায় অনেক ক্ষেত্রে খাদ্যের অভাবে গবাদিপ্রাণির মৃত্যু এবং ক্ষেত্রবিশেষে নামমাত্র মূল্যে বিক্রিতে বাধ্য হওয়া	**কৃষি ও প্রাণিসম্পদের ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে পদক্ষেপের ঘাটতি** ▪ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে স্থানীয় কৃষি অফিস কর্তৃক ভর্তুকি প্রদানে ঘাটতি ▪ বন্যার ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে চলতি মৌসুমে কৃষি বরাদ্দ প্রদান না করে পরবর্তী মৌসুমে (রবি মৌসুম) বিনামূল্যে বীজ, সার বিতরণের পরিকল্পনা ▪ স্থানীয় নাবী জাতের ফসলের বীজতলা তৈরিতে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের জন্য অর্থ বরাদ্দ না রাখা ▪ মাঠ পর্যায়ে প্রাণিসম্পদের সঠিক ক্ষয়ক্ষতির তালিকা না থাকা এবং উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিস থেকে অনুমাননির্ভর তথ্য প্রদান - কোনো কোনো অফিস কর্তৃক শুধু ৭০-৮০টি হাঁস-মুরগী মারা যাওয়ার তথ্য রিপোর্ট করা, যা প্রকৃত ক্ষয়ক্ষতির তুলনায় অনেক কম ▪ ক্ষতিগ্রস্তদের তালিকায় মৎস্য চাষীদের অন্তর্ভুক্ত না করা এবং তাদের ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা না থাকা ▪ প্রাণিসম্পদ রক্ষায় বন্যা পরবর্তী কার্যক্রমের জন্য বরাদ্দ না থাকা ▪ ইউনিয়ন বা উপজেলা পর্যায়ে গো-খাদ্য মজুদ না করায় গো-খাদ্যের তীব্র সংকট

বন্যা ২০১৯ মোকাবেলায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ

ত্রাণ

বন্যা পূর্ববর্তী	বন্যাকালীন	বন্যা পরবর্তী
ত্রাণের চাহিদা যাচাইয়ে সীমাবদ্ধতা ▪ বিভিন্ন বয়সী মানুষের জন্য ত্রাণের চাহিদা যথাযথভাবে যাচাই না করা ▪ গবাদিপ্রাণির জন্য ত্রাণের (গো-খাদ্য) চাহিদা বন্যা মোকাবেলা প্রস্তুতিতে না রাখা	**স্থানীয় পর্যায়ে ত্রাণের তথ্য প্রকাশে ঘাটতি** ▪ ইউনিয়ন পর্যায়ে বরাদ্দকৃত মোট ত্রাণের পরিমাণ এবং সুবিধাভোগীদের তালিকা জনসম্মুখে প্রকাশ না করা ▪ উপজেলা প্রশাসনের ওয়েবসাইটে ত্রাণ বরাদ্দ এবং বিতরণ সংক্রান্ত তথ্যের অনুপস্থিতি এবং ত্রাণ মন্ত্রণালয় থেকে বরাদ্দকৃত নগদ টাকার বিপরীতে ক্রয়কৃত ত্রাণের তালিকা প্রকাশ না করা **ত্রাণের পণ্য নির্বাচনে জনগণের খাদ্যাভ্যাস বিবেচনা না করা** ▪ স্থানীয় জনগণের খাদ্যাভ্যাস বিবেচনা না করে কোনো কোনো এলাকায় খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা এবং তা ক্ষতিগ্রস্তদের কোনো কাজে না আসায় ত্রাণের অপচয় ▪ বরাদ্দকৃত ত্রাণে শিশু খাদ্য না থাকা; পরবর্তীতে বরাদ্দ করলেও তা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল এবং কোনো কোনো স্থানে তা শিশুদের জন্য উপযোগী না হওয়া **স্থানীয়ভাবে ত্রাণ ক্রয়ে দুর্নীতির ঝুঁকি** ▪ উপজেলা প্রশাসন কর্তৃক নিজস্ব তহবিল থেকে ত্রাণ হিসাবে ক্রয়কৃত শুকনো খাবার ও অন্যান্য ত্রাণ সামগ্রী ক্রয় কমিটির মাধ্যমে সরাসরি ক্রয়ের বিধান - এতে দুর্নীতির ঝুঁকি সৃষ্টির আশংকা ▪ কোনো কোনো এলাকায় ত্রাণ সামগ্রীর ঘাটতির সুযোগে সিন্ডিকেট সৃষ্টি এবং বাড়তি দামে ত্রাণ সামগ্রী ক্রয়ে বাধ্য হওয়া	**ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রমে ন্যায্যতার ঘাটতি** ▪ ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রমে দুর্গম এলাকার সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোকে অগ্রাধিকার প্রদানে ঘাটতি ▪ সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর জীবিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা, জীবিকার সুযোগ সৃষ্টি ও তাদের সক্ষমতা তৈরিতে কার্যকর ব্যবস্থা না করা

চলমান...

বন্যা ২০১৯ মোকাবেলায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ

ত্রাণ

বন্যা পূর্ববর্তী	বন্যাকালীন
ত্রাণ বিতরণের প্রস্তুতিতে ঘাটতি ▪ দূর্গম আক্রান্ত এলাকায় ত্রাণ পৌঁছানোর জন্য পর্যাপ্ত প্রস্তুতি না থাকা (বাজেট, পরিবহন)	**স্থানীয়ভাবে সুবিধাভোগী নির্বাচন ও ত্রাণ বিতরণে অনিয়ম** ▪ কোনো কোনো ইউনিয়নে অধিকতর ক্ষতিগ্রস্তদের বাদ দিয়ে ইউপি চেয়ারম্যান ও মেম্বারের আত্মীয়দের দিয়ে তালিকা প্রণয়ন ▪ সুবিধাভোগী নির্বাচনে রাজনৈতিক বিবেচনা ও স্বজনপ্রীতি - কোনো কোনো ইউনিয়নে অধিকতর ক্ষতিগ্রস্তদের বাদ দিয়ে চেয়ারম্যান ও মেম্বারের নিকট আত্মীয় ও সমর্থকদের ত্রাণ বিতরণ ▪ অনেক ক্ষেত্রে স্থানীয় প্রশাসনের নির্দেশনা উপেক্ষা করে জনপ্রতিনিধি কর্তৃক ত্রাণ বিতরণে প্রভাব খাটানো ▪ কোন কোনো এলাকায় মাথাপিছু বরাদ্দের চেয়ে কম ত্রাণ প্রদান - জিআর চাল ১০ কেজির স্থানে তিন থেকে আট কেজি প্রদান ▪ প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্তদের বাদ দিয়ে কোনো কোনো ক্ষেত্রে একই পরিবারকে একাধিকবার ত্রাণ প্রদান **অপর্যাপ্ত ত্রাণ বরাদ্দ** ▪ প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল ত্রাণ বরাদ্দ যা ৭-৮ দিন স্থায়ী বন্যার বিবেচনায় খুবই সামান্য ○ উপজেলাপ্রতি ৫০ হাজার থেকে সর্বোচ্চ ১৩ লাখ ২১ হাজার টাকা জিআর ক্যাশ বরাদ্দ, যা ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারপ্রতি মাত্র ৪ টাকা থেকে সর্বোচ্চ ৭৬ টাকা ○ জিআর চাল উপজেলাপ্রতি ৫৩ মে.টন থেকে সর্বোচ্চ ৮২৪ মে.টন চাল বরাদ্দ, যা ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারপ্রতি মাত্র ২ কেজি থেকে সর্বোচ্চ ৬৮ কেজি পর্যন্ত ○ উপজেলাপ্রতি শিশু খাদ্যের জন্য বরাদ্দ ৮,৫০০ থেকে ১ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা ○ উপজেলাপ্রতি গো-খাদ্যের জন্য বরাদ্দ ৩০ হাজার থেকে ১ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা

চলমান...

বন্যা ২০১৯ মোকাবেলায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ

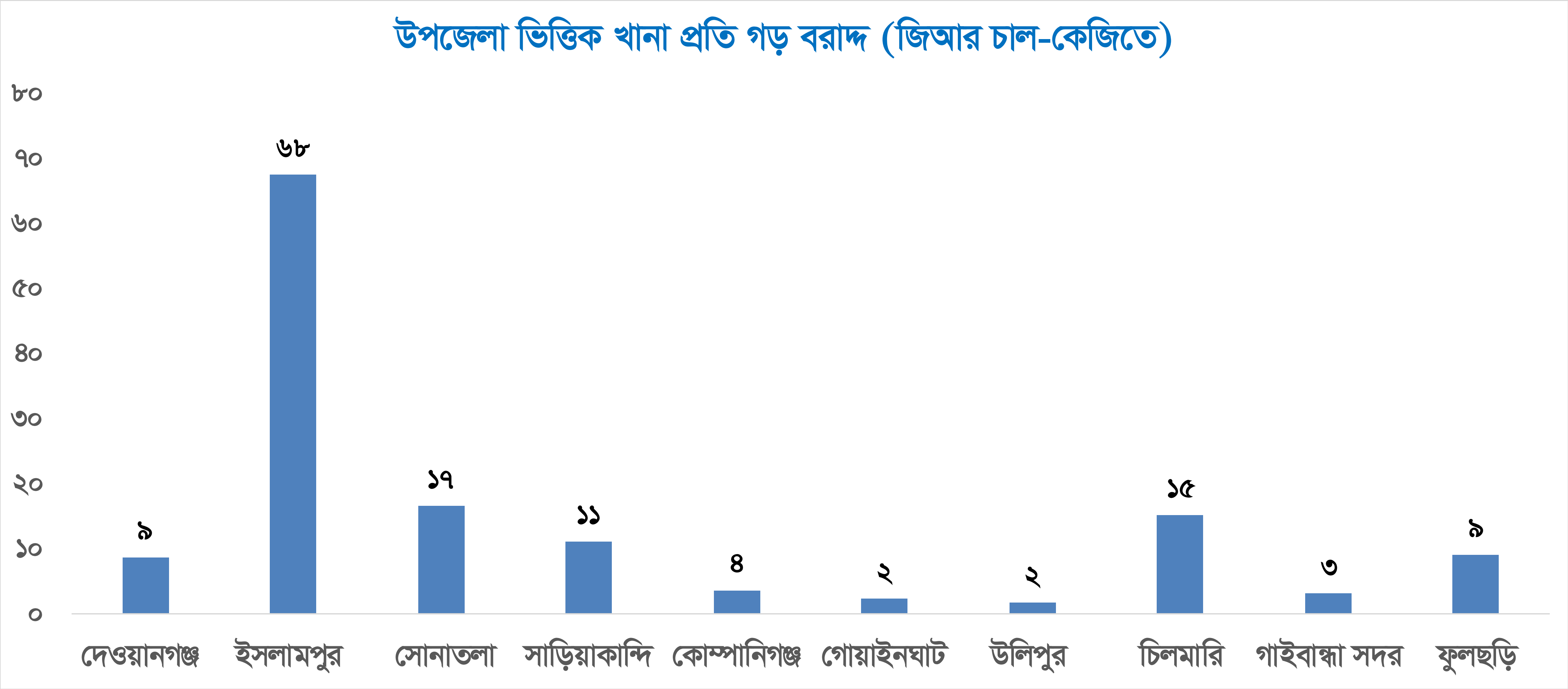

তথ্যসূত্র: উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার কার্যালয়

বন্যা ২০১৯ মোকাবেলায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ

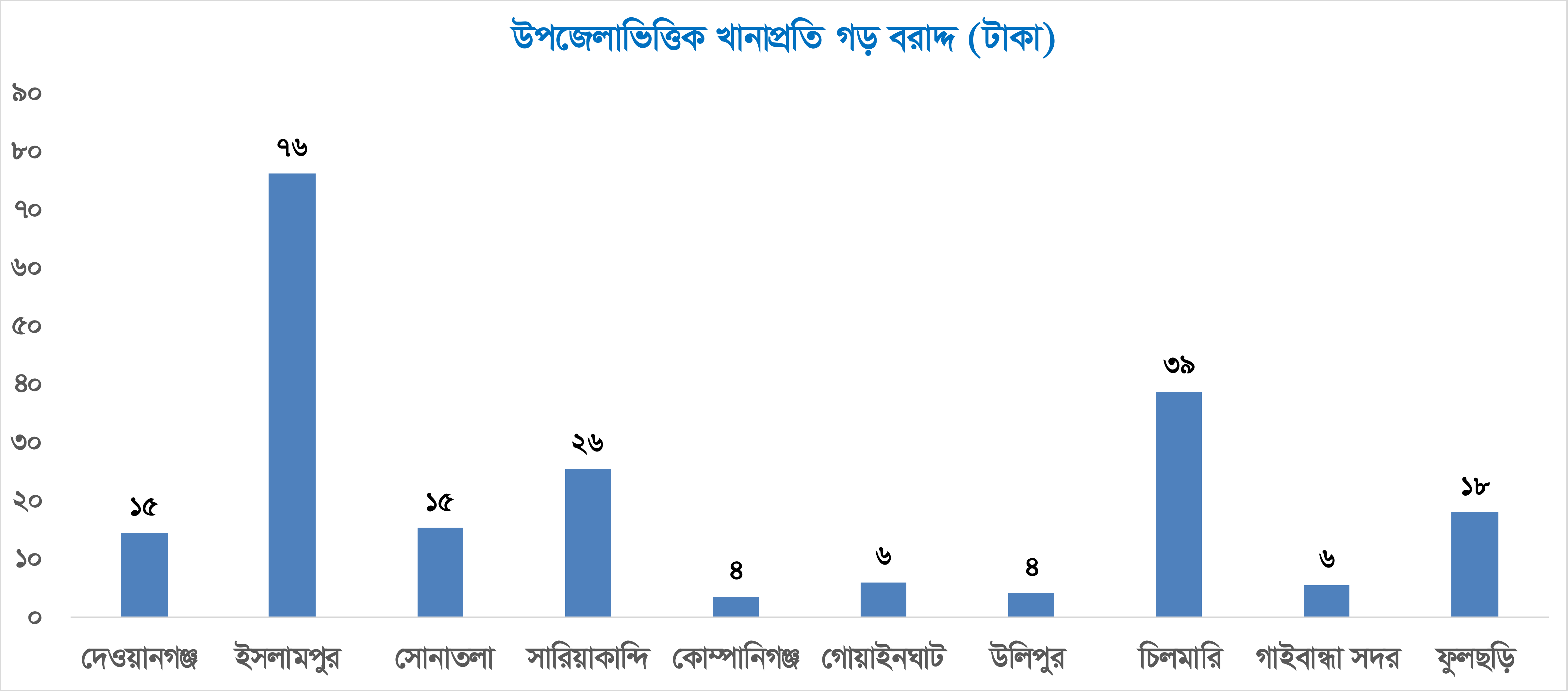

তথ্যসূত্র: উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার কার্যালয়

চলমান...

বন্যা ২০১৯ মোকাবেলায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ

জরিপকৃত খানাসমূহের প্রদত্ত তথ্যমতে সরকারি ত্রাণ বিতরণে অনিয়ম (একাধিক উত্তর)

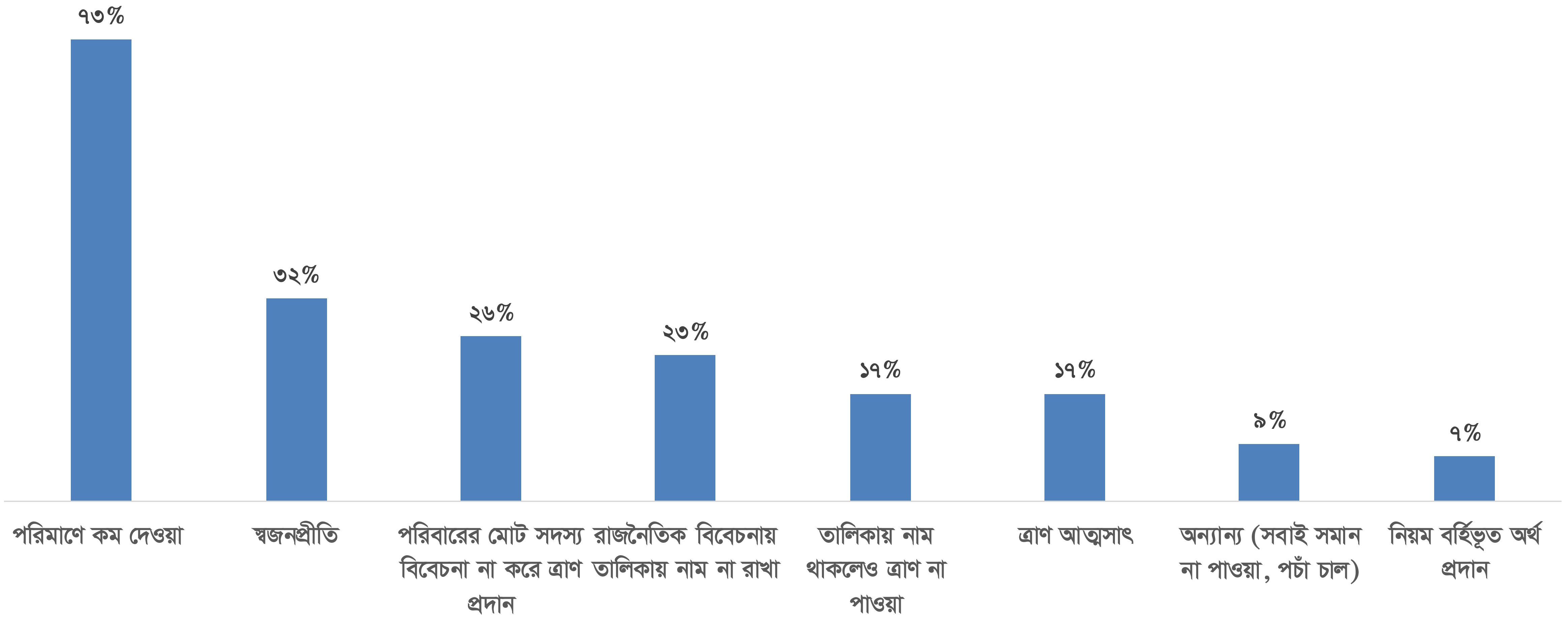

বন্যা ২০১৯ মোকাবেলায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ

আনুষঙ্গিক খরচের জন্য বরাদ্দে ঘাটতি এবং দুর্নীতির ঝুঁকি

- ত্রাণ পরিবহন খরচ (ট্রাক ও ট্রলার খরচ, শ্রমিক খরচ, বিতরণ বাবদ আনুষঙ্গিক খরচ) বাবদ বরাদ্দ না থাকায় অনিয়ম-দুর্নীতির মাধ্যমে তা মেটানো এবং সেবা প্রদানে ঘাটতি
  - উপজেলা পর্যায়ে জিআর-ক্যাশ ব্যবহার করে পরিবহন খরচ মেটানো ও দুর্নীতির সুযোগ সৃষ্টি
  - উপজেলা থেকে ইউনিয়ন পর্যায়ে প্রতি বস্তা চাল পরিবহনে সর্বনিম্ন ১৫ টাকা খরচ হলেও এ খাতে সরকারি বরাদ্দ না থাকার অজুহাতে চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রতি সুবিধাভোগীকে বরাদ্দকৃত চাল কম দেওয়া
  - ত্রাণের বরাদ্দকৃত টাকা হতে মন্ত্রীর পরিদর্শন বাবদ খরচ যোগানোর অভিযোগ
  - উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স কর্তৃক বন্যাকালীন চিকিৎসা সেবা প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় নৌকা বা অর্থের বরাদ্দ না থাকা - একটি ইউনিয়নে মেডিকেল টিমের দূর্গম চরে যেতে নৌকা ভাড়া ১০০০-২৫০০ টাকা খরচ হয়

বন্যা ২০১৯ মোকাবেলায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ

আন্তঃপ্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয়ের ঘাটতি

- ঝুঁকিপূর্ণ স্থাপনা ও বাঁধ/বেড়িবাঁধ, সম্ভাব্য আক্রান্ত এলাকা ও আশ্রয়কেন্দ্র চিহ্নিতকরণ ও মেরামতে সমন্বয়ের ঘাটতি
- উদ্ধার কাজ পরিচালনা, মেডিকেল টিম প্রেরণ, ত্রাণ বিতরণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে সমন্বয়ের ঘাটতি
- এনজিও সমন্বয়ের ঘাটতি - এনজিও কর্তৃক শুধু তাদের উপকারভোগীদের মধ্যে ত্রাণ বিতরণ এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ত্রাণ কার্যক্রমের সাথে দ্বৈততা; কোনো কোনো ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানকারী এনজিও কর্তৃক নিয়ম ভঙ্গ করে বন্যার সময়ও কিস্তি আদায়ের চেষ্টা
- সমন্বয়ের ক্ষেত্রে এনজিওদের পক্ষ থেকে সহযোগিতার ঘাটতি - এনজিও কর্তৃক বেসরকারি পুর্নবাসন কার্যক্রম সরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয় না করা এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিকে না জানিয়ে গৃহ পুনঃনির্মাণ সহায়তা, নগদ অর্থ সহায়তা ইত্যাদি প্রদান
- বেসরকারি পুনর্বাসন কার্যক্রমের সুনির্দিষ্ট তথ্য জেলা, উপজেলা এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির কাছে না থাকা

সক্ষমতার ঘাটতি

- বন্যা আক্রান্ত জনগোষ্ঠীর সম্পদ নিরাপদ স্থানে স্থানান্তরের জন্য পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ ও পরিবহন সুবিধা না থাকা
  - স্থানীয় প্রশাসন ও জনপ্রতিনিধি কর্তৃক নৌকার ব্যবস্থা না করায় গৃহস্থালীর মালামাল সরিয়ে নিতে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দুর্ভোগ
  - কিছু ক্ষেত্রে অধিক দুর্গত এবং দুর্গম এলাকায় ত্রাণ না পৌঁছানোর অভিযোগ এবং ত্রাণ পৌঁছাতে বিলম্ব
- জনবলের ঘাটতির কারণে অনুমাননির্ভর তথ্যের ভিত্তিতে ক্ষয়ক্ষতির হিসাব নিরূপণ - উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতি সত্ত্বেও স্থানীয় কৃষি, প্রাণি এবং মৎস্য সম্পদ কার্যালয়ে ক্ষয়ক্ষতির প্রকৃত হিসাব না থাকা
- প্রয়োজনীয় সংখ্যক চিকিৎসকের অভাবে বন্যাকালীন সেবা প্রদানে ঘাটতি
- উপজেলা পর্যায়ে পানি উন্নয়ন বোর্ডের অফিস ও জনবল না থাকায় জরুরি ভিত্তিতে বাঁধ মেরামতে বিলম্ব

বন্যা ২০১৯ মোকাবেলায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ

জনঅংশগ্রহণ নিশ্চিত না করা

- ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক সরেজমিনে ক্ষতিগ্রস্ত খানা পরিদর্শন না করা এবং ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর সাথে পরামর্শক্রমে ক্ষয়ক্ষতির তালিকা প্রণয়ন না করা
- ত্রাণের সুবিধাভোগী নির্বাচনে ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত না করা
- অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে পুনর্বাসন কার্যক্রমের জন্য ক্ষয়ক্ষতির হিসাব না করায় প্রকৃত চাহিদা যাচাইয়ে ঘাটতি

অভিযোগ দায়ের ও নিরসন ব্যবস্থার ঘাটতি

- ইউনিয়ন পরিষদে আনুষ্ঠানিকভাবে ত্রাণ বিতরণ সংক্রান্ত অভিযোগ দায়ের ব্যবস্থা না থাকা
- উপজেলা প্রশাসন কর্তৃক ত্রাণ বিতরণ সংক্রান্ত অভিযোগ আমলে না নেওয়া এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে অভিযোগ করলে হয়রানি করা
- ত্রাণ থেকে বঞ্চিত হওয়ার ভয়ে নাম প্রকাশ না করে জনপ্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে উপজেলা প্রশাসনে অভিযোগ দায়ের করলেও সেগুলোকে গুরুত্ব না দেওয়া
- গণমাধ্যমে জনপ্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে অনিয়মের অভিযোগ করলে ত্রাণ পাওয়া থেকে বঞ্চিত করা এবং হয়রানি

বন্যা ২০১৯ মোকাবেলায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ

জরিপে প্রাপ্ত তথ্যমতে বন্যা মোকাবেলায় সার্বিক চ্যালেঞ্জ (শতকরা হার)

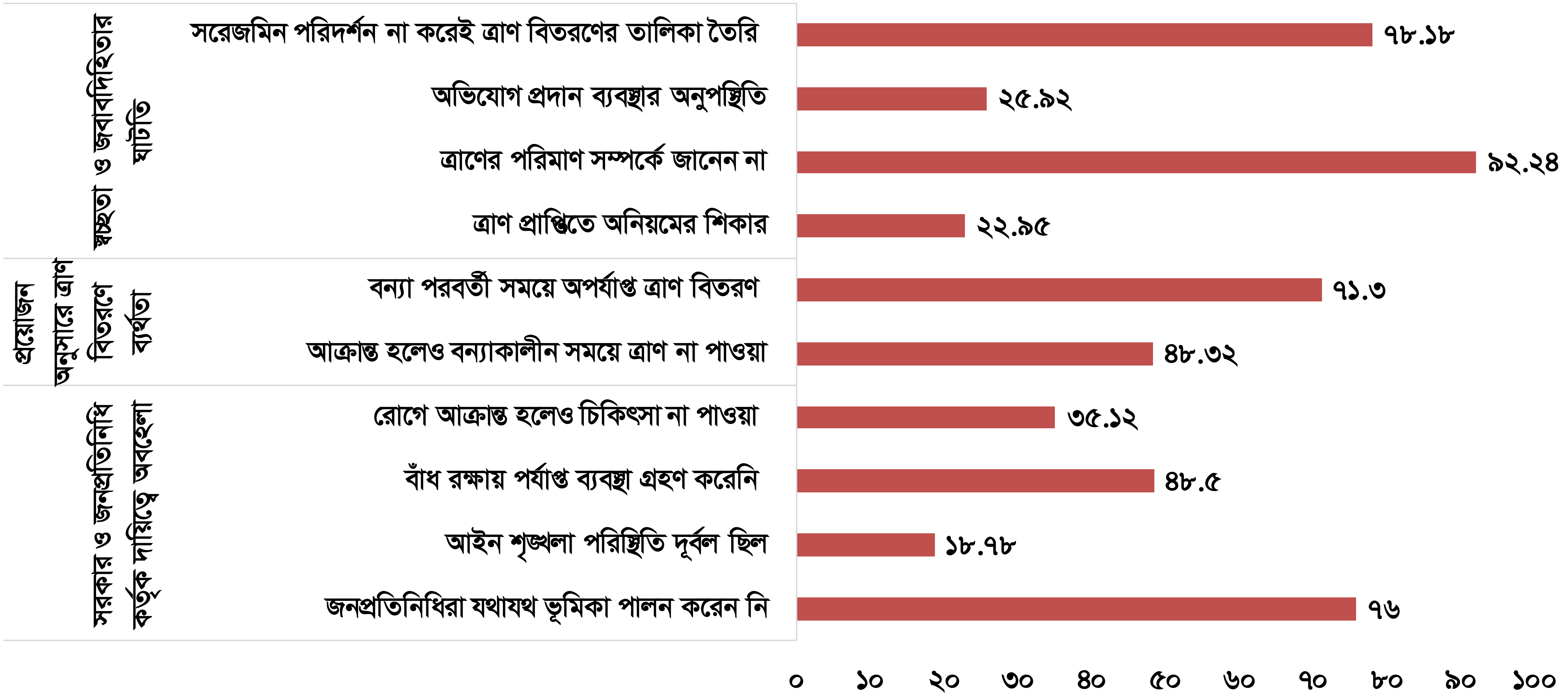

সার্বিক পর্যবেক্ষণ

- বন্যার ঝুঁকি যথাযথভাবে চিহ্নিত না করা, ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীকে নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে নিতে উদ্যোগের ঘাটতি, পর্যাপ্ত আশ্রয়কেন্দ্র না থাকা এবং মেরামতের অভাবে বাঁধ নষ্ট হয়ে যাওয়া এবং বন্যা মোকাবেলায় পূর্বপ্রস্তুতিতে ঘাটতি থাকায় ক্ষতির ব্যাপকতা বৃদ্ধি
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত আইন, পরিকল্পনা এবং স্থায়ী আদেশাবলী প্রতিপালনে ব্যত্যয় - ইউনিয়ন পর্যায়ে ত্রাণ বিতরণে এনজিও সমন্বয় না করা, ইউনিয়ন পর্যায়ে সাব কমিটি গঠন ও স্বেচ্ছাসেবক দল তৈরি না করা, দূর্গম এলাকায় সতর্কবার্তা প্রচার না করা, অধিকতর বিপদাপন্ন পরিবার ও এলাকাকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে প্রাধান্য না দেওয়া
- ক্ষয়ক্ষতির তুলনায় ত্রাণ কার্যক্রমের জন্য অপ্রতুল সরকারি বরাদ্দ এবং সে কারণে বন্যাপ্লাবিত অসংখ্য মানুষকে তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী ত্রাণের আওতায় আনতে সক্ষম না হওয়া
- স্থানীয় সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের সক্ষমতা এবং আন্তঃপ্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয়ের ঘাটতির কারণে বন্যার ক্ষয়ক্ষতির প্রকৃত হিসাব ও চাহিদা নিরূপণ এবং সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা করতে না পারা
- ত্রাণ কার্যক্রমে দুর্নীতি ও অনিয়মের উপস্থিতি - এর মধ্যে রাজনৈতিক বিবেচনায় ত্রাণ প্রদান, স্বজনপ্রীতি, ত্রাণের চাল কম দেওয়া, একই পরিবারকে একাধিকবার ত্রাণ দেওয়া, অনিয়মের বিষয়ে অভিযোগ করলে ত্রাণ থেকে বঞ্চিত করা উল্লেখযোগ্য
- বন্যাকালীন সময়ে প্রয়োজনীয় বাজেট, লোকবল ও পরিকল্পনার ঘাটতির কারণে আশ্রয়কেন্দ্রসহ বন্যা আক্রান্ত অন্যান্য স্থানে প্রয়োজনীয় সেবা প্রদানে ঘাটতি- চিকিৎসা, পানি-স্যানিটেশন, নারী, শিশু, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সুরক্ষা, গবাদিপ্রাণি ও গৃহস্থালী সম্পদ সুরক্ষা
- বন্যা পরবর্তী সময়ে বন্যার ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণের জন্য সরেজমিন পরিদর্শন এবং জনঅংশগ্রহণমূলক জরিপ পরিচালনা না করা এবং ক্ষতি ও পুনর্বাসন চাহিদার সঠিক তথ্য সংগ্রহ না করা
- ত্রাণ কার্যক্রমে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, ন্যায্যতা ও জনঅংশগ্রহণের ঘাটতির পাশাপাশি বন্যা মোকাবেলায় প্রশাসনের সার্বিক তদারকিতে দুর্বলতা লক্ষণীয়

সুপারিশ

বন্যা পূববর্তী পর্যায়ে বাস্তবায়নযোগ্য

১. জনসংখ্যা অনুপাতে ভৌগলিক বৈশিষ্ট্যকে বিবেচনায় নিয়ে প্রয়োজনীয় বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করা এবং বন্যা শুরুর আগেই সরকার ঘোষিত আশ্রয়কেন্দ্রসমূহে পর্যাপ্ত প্রস্তুতি নিশ্চিত করা

২. গবাদিপ্রাণি ও সম্পদ রক্ষায় কমিউনিটিভিত্তিক সুরক্ষা কেন্দ্র তৈরি করা এবং সম্পদ সুরক্ষার কৌশল হাতে কলমে শেখানো

৩. বন্যার ২৪ ঘন্টা পূর্বে সতর্কতা ও নিরাপত্তামূলক বার্তা প্রচার ব্যবস্থা উন্নত করাসহ বন্যা পূর্বপ্রস্তুতি ব্যবস্থাকে আরও কার্যকর ও শক্তিশালী করা

৪. নারী, শিশু, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধি ব্যক্তিদের প্রাধান্য দিয়ে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীকে নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে নিতে পর্যাপ্ত পরিকল্পনা ও পূর্ব প্রস্তুতি যেমন স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন, মহড়া, পরিবহন ইত্যাদি গ্রহণ করা

৫. বর্ষা মৌসুমের আগেই বাঁধ বা বেড়িবাঁধ ও যোগাযোগ অবকাঠামো সংস্কার করা

বন্যাকালীন বাস্তবায়নযোগ্য...

৬. ত্রাণ ক্রয় ও বিতরণে অনিয়ম দুর্নীতি বন্ধে স্থানীয় পর্যায়ে বরাদ্দকৃত অর্থ, ক্রয়কৃত ত্রাণের পরিমাণ ও তালিকা এবং বিতরণকৃত ত্রাণের তথ্য প্রকাশ, প্রশাসন কর্তৃক তদারকি এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিশ্চিত করা

৭. শিশুখাদ্য ও গো-খাদ্য, স্থানীয় জনগোষ্ঠীর খাদ্যাভ্যাস এবং পরিবারের সদস্য সংখ্যা বিবেচনায় ত্রাণের তালিকা প্রস্তুত করা

৮. ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণের ভিত্তিতে ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ এবং ত্রাণের সুবিধাভোগী নির্বাচন করা এবং এক্ষেত্রে দুর্গম এলাকার বন্যা আক্রান্ত জনগোষ্ঠীকে অগ্রাধিকার প্রদান

চলমান...

৮. জরুরি সেবা প্রদান, ত্রাণ বিতরণ, তদারকি নিশ্চিতে কার্যকর আন্তঃপ্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয় নিশ্চিত করা - উপজেলা এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে সাব কমিটি গঠন এবং এনজিওসহ সকল অংশীজনের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা

৯. জবাবদিহিতা নিশ্চিতে অভিযোগ গ্রহণ এবং নিরসন ব্যবস্থা কার্যকর করা

১০. ত্রাণকার্যে স্বচ্ছতা ও শুদ্ধাচার নিশ্চিতে পরিবহন এবং যাতায়াত বাবদ প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ

বন্যা পরবর্তী বাস্তবায়নযোগ্য

১২. পানিবাহিত রোগ মোকাবেলায় বিশুদ্ধ পানির সরবরাহ ও পর্যাপ্ত চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করা

১৩. ক্ষতিগ্রস্ত স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করে জরুরী ভিত্তিতে বন্যার ক্ষয়ক্ষতি ও চাহিদা নিরূপণ

১৪. সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় কর্মহীন মানুষের দ্রুত কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা

১৫. ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদেরকে প্রয়োজনীয় বীজ, সার ও অন্যান্য কৃষি উপকরণ বিতরণ এবং কমিউনিটিভিত্তিক বীজ ব্যাংক ও ভাসমান বীজতলা তৈরিতে আর্থিক সহায়তা প্রদান - সরকারি উদ্যোগে কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ রক্ষায় বীমা পদ্ধতি চালু করা যেতে পারে

১৬. ক্ষতিগ্রস্ত পানির উৎস ও পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থা সংস্কার, বাড়িঘর মেরামত এবং ক্ষতিগ্রস্ত বাড়িঘর পুনঃনির্মাণে সহায়তা করা

১৭. ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, রাস্তাঘাট ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ ও বেড়িবাঁধ সংস্কার ও পুনঃনির্মাণে পর্যাপ্ত তহবিল বরাদ্দ করা

১৮. বন্যাপ্রবণ এলাকার জন্য প্রত্যেক অর্থবছরে বিশেষ বাজেট বরাদ্দ রাখা

ধন্যবাদ

জরিপে অংশগ্রহণকারী খানাসমূহের খাতভিত্তিক ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ

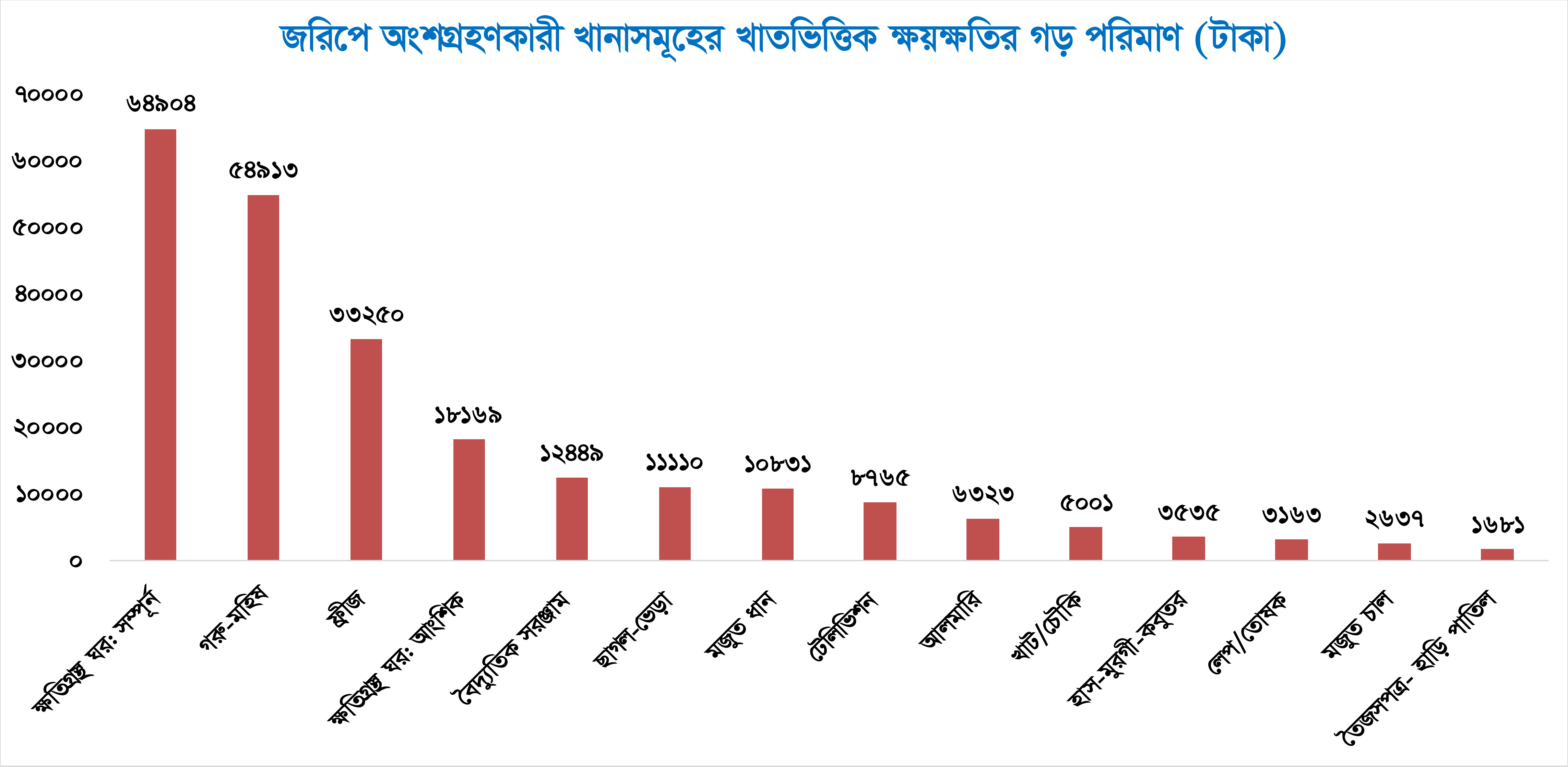

জরিপে অংশগ্রহণকারী খানাসমূহের খাতভিত্তিক ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ

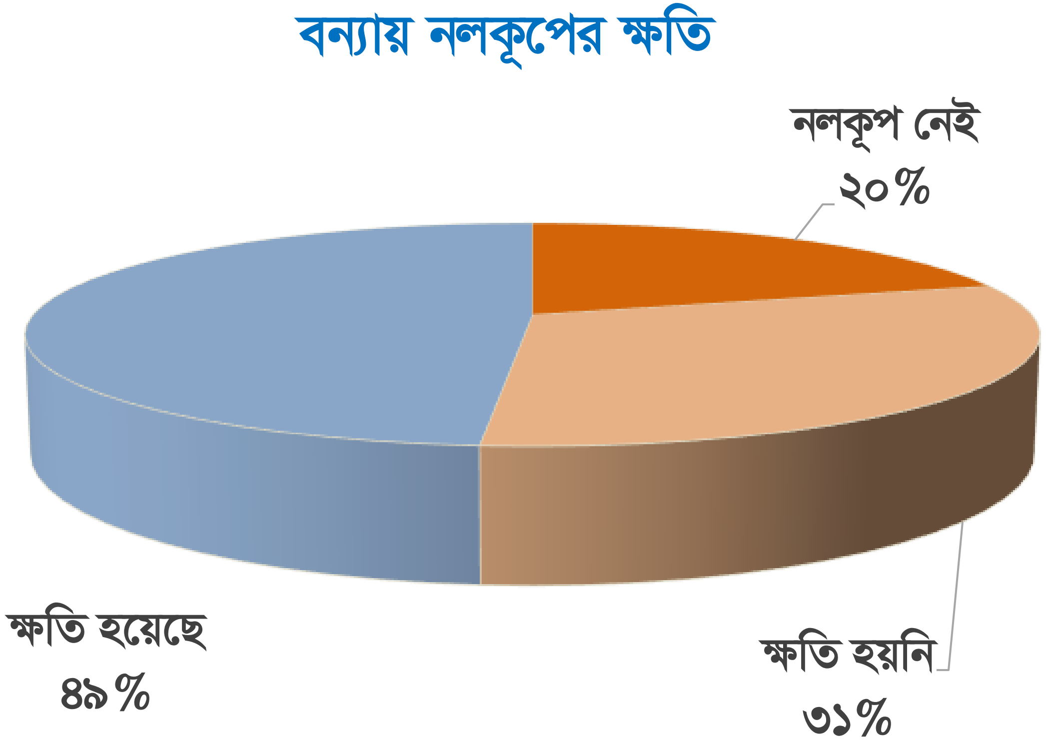

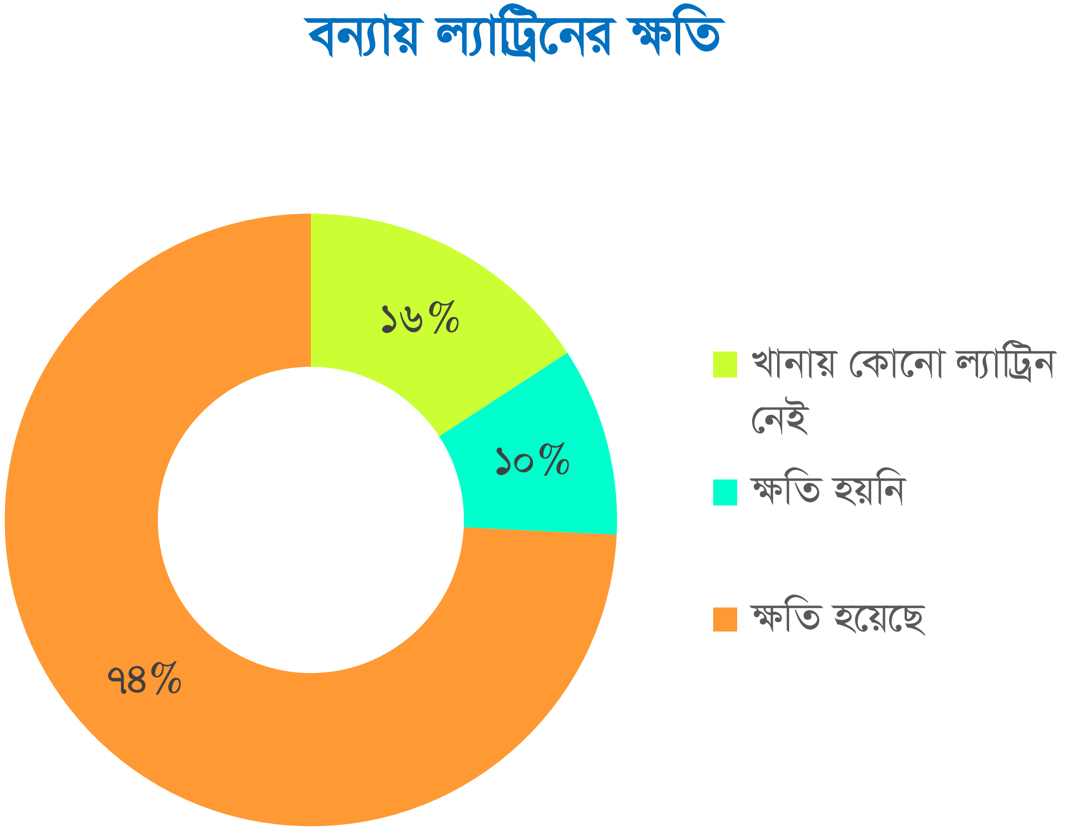

জরিপে অংশগ্রহণকারী খানাসমূহের খাতভিত্তিক ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ

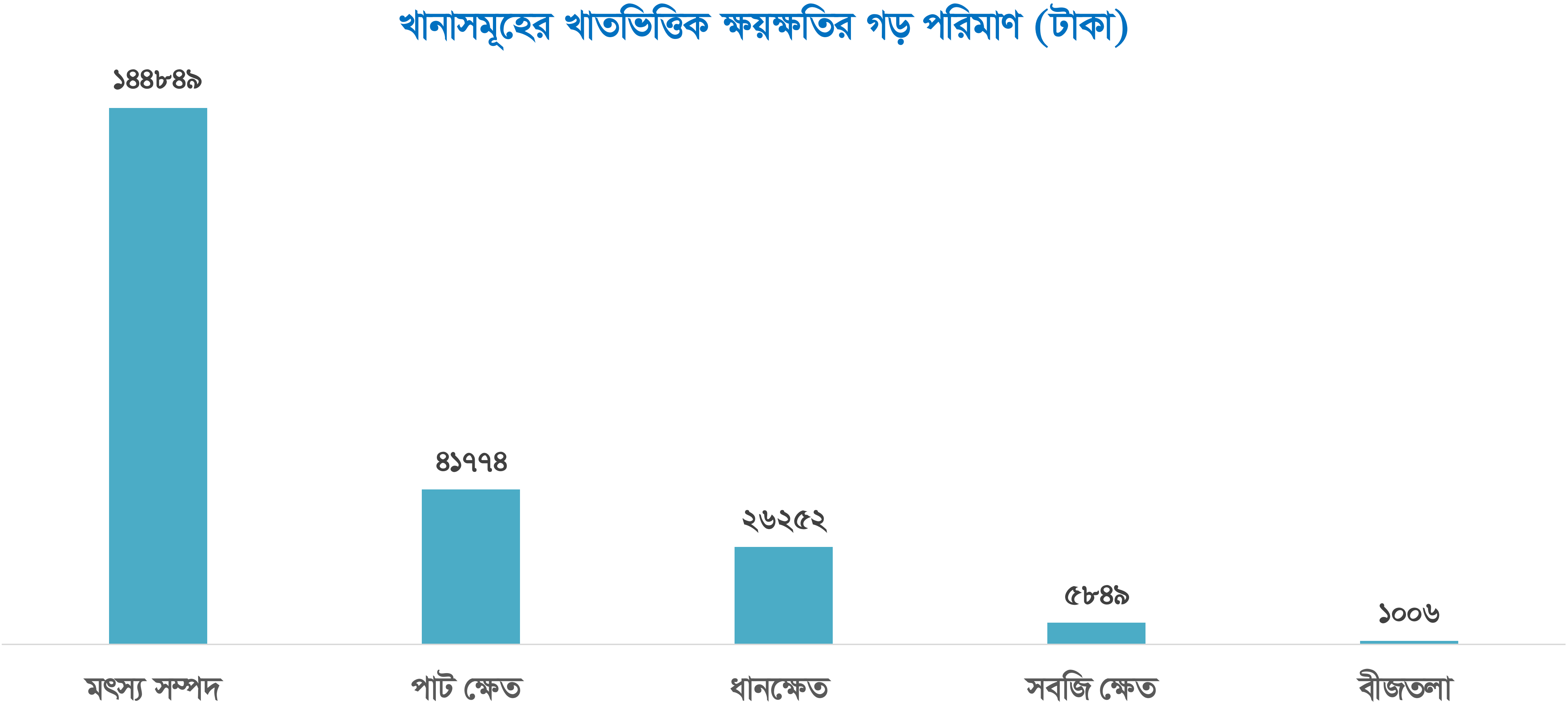

দশটি উপজেলায় বন্যায় ক্ষয়ক্ষতির চিত্র

বিবরণ	জামালপুর				বগুড়া				সিলেট				কুড়িগ্রাম				গাইবান্ধা			
	দেওয়ানগঞ্জ		ইসলামপুর		সোনাতলা		সারিয়াকান্দি		কোম্পানিগঞ্জ		গোয়াইনঘাট		উলিপুর		চিলমারি		গাইবান্ধা সদর		ফুলছড়ি	
	সম্পুর্ণ	আংশিক	সম্পুর্ণ	আংশিক	সম্পুর্ণ	আংশিক	সম্পুর্ণ	আংশিক	সম্পুর্ণ	আংশিক	সম্পুর্ণ	আংশিক	সম্পুর্ণ	আংশিক	সম্পুর্ণ	আংশিক	সম্পুর্ণ	আংশিক	সম্পুর্ণ	আংশিক
পরিবার	১৫৪০	৫৮২২১	১৬৭০	১০৫২১		২২১০০	০	৫১০৪২	৪৩০	১৩৭৬৫	৫০০	২৪৫৭০	১৯৩০	৬৯৮৮০	২১৩৫	৯৩০৭	৯৩০০	২৭৯০০	১২০৭	৩৮৯৫২
ঘরবাড়ী	৩৫১	১৮৩৫১	৬৮১	১৪৪২৫	৩৯১	২৫০০	০	৬৮০	১২২৭	১৪১৫৩	০	২৫০০	১১৫৯	৬৯২১০	২৩২০	৯৩০৭	১৭৩৬	১৬৪৫	১১৯৮	৬০৭৪
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	২	১৯১	১	২৭০	১৪	৭৮	০	৫৬		১৬	০	১১		৩২০	৬	১০৬	৫	১৪৯	৫	৮০
রাস্তা- কাঁচা পাকা (কি:মি:)	৩৮৫		৭৯০		৩১		১১৬		৭০		১৯১		৪৮২		১৫৩		১৫৮		৪৫৯	
বাঁধ (কি:মি:)	০	০.৪	০	০	০	০	০	০		০.২০	০	০	০	০	০.০৫	১৮	০.৫	৫	১	৩০
ফসলিজমি (হেক্টর)	০	৬৮০০	১৯০৫	৪২৩০	৩০৬৪	১৬৩৩		১১৭১৫	০	৪৮৮	১৩০	২১৮	২২৫৩	৪১৩৯	১৬৩৭	০	১২২৮	১২৩৫	১৯৭০	১৭৭৫

তথ্যসূত্রঃ উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার কার্যালয়

শিক্ষা সামগ্রী নষ্ট হওয়া

বাংলাদেশে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় জড়িত প্রধান প্রধান অংশিজন এবং দায়িত্ব

অংশীজন/কমিটি	সদস্য	দায়িত্ব
জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল	প্রধান মন্ত্রীর সভাপতিত্বে ৪১ সদস্যের কমিটি	▪ দুর্যোগ বিষয়ক বিভিন্ন খাত ও বিষয় ভিত্তিক পরামর্শ ও সিদ্ধান্ত প্রদান
আন্তঃমন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি	দুর্যোগ ও ত্রাণ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীর সভাপতিত্বে ৩২ সদস্যের কমিটি	▪ দুর্যোগ ব্যস্থাপনা বিষয়ক আইন নীতিমালা প্রণয়ন, সংশোধন এবং পরিমার্জন ▪ দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে কর্মসূচী অনুমোদন ও সরকারের সকল পর্যায়ে সমন্বয় সাধান
দুর্যোগ ও ত্রাণ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়	মন্ত্রণালয় ও মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সংস্থা সমূহের কর্মী	▪ সরকারের দুর্যোগ বিষয়ক কর্মকান্ডের কেন্দ্রবিন্দু ▪ দুর্যোগ বিষয়ক বিভিন্ন কমিটিগুলোকে তথ্য সরবারহ ▪ দুর্যোগ বিষয়ক বিভিন্ন সংস্থার কর্মকর্তাদের কাজের সমন্বয় সাধান
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত এনজিওগুলোর সমন্বয় কমিটি	দুর্যোগ ব্যস্থাপনার সাথে জড়িত সকল এনজিও	▪ দুর্যোগ বিষয়ক বিভিন্ন কার্যক্রমে সরকারের বিভিন্ন সংস্থার সাথে সমন্বয় সাধান
উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহ		▪ দুর্যোগ বিষয়ক বিভিন্ন কার্যক্রমে সরকারের বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে সহযোগীতা প্রদান
জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি	জেলা প্রশাসকের সভাপতিত্বে কমিটি	▪ দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলীর বাস্তবায়ন ▪ ঝুঁকি হ্রাস বিষয়ক কর্মসূচী প্রণয়ন ▪ সতর্ককালীন এবং দুর্যোগকালীন পর্যায়ে জরুরি সাড়া প্রদানা ▪ দুর্যোগ পরবর্তী পর্যায়ে ক্ষয়ক্ষতি, ত্রাণের চাহিদা নিরুপণ ▪ ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মসূচীর বাস্তবায়ন
উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি	উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান/উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার সভাপতিত্বে কমিটি	
ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি	ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানের সভাপতিত্বে কমিটি	
দুর্যোগ সাড়া প্রদান সমন্বয় গ্রুপ	জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে গঠিত	▪ জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সাথে সমন্বয় সাধান